Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না চিশতী

রোলঃ 227020521

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না চিশতী

রোলঃ 227020521

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মৃত্যুর প্রস্তুতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না চিশতী, আইডিঃ 227020521 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মৃত্যুর প্রস্তুতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তামান্না চিশতী

আইডিঃ 227020521

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

মাওত শব্দের অর্থ ও পরিচয় 8

হায়াত ও মাওতের সৃষ্টি 8

আল্লাহ মৃত্যু কেনো দেন...9

মরণ আসবে কবে? 9

মৃত্যু অনিবার্য সত্য.. 10

মৃত্যু সম্পর্কিত হাদিস সমূহ 11

মৃত্যু চিন্তায় কল্যাণ সম্পর্কে বুযুর্গদের বাণী:.. 16

ঈমানী মৃত্যুর অবস্থা 17

মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের আগমন: 18

মৃত্যুর পর দেহে রূহ ফিরে আসার দলীল.. 23

তথ্যসূত্র 27

মৃত্যুশয্যায় শয়তানের ধোঁকা.. 28

মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত হওয়ার কারণ.......................... 30

ইমানি মৃত্যুর কিছু মিসাল.. 33

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এর পরলোক গমন 38

হযরত উমর (রাঃ)-এর শাহাদাত প্রাপ্তি.. 39

হানজালা ইবন আবী ’আমির (রা) এর শহীদি মৃত্যু 42

লাল পিঁপড়ায় ঢাকা মৃত দেহ 44

দাফনের কাপড়ের জন্য চাঁদা তুলার সে ঘটনা... 46

ইমাম গাযালী(رحمه الله)দেওয়া মৃত্যু সম্পর্কিত সেই উপদেশ 47

ইমাম গাযালি(রাহি:) কিছু উপদেশ... 48

ইমানি মৃত্যুর লক্ষণ 49
শহীদি মৃত্যু ও শহীদদের পুরস্কার 50
সুন্দর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি 53
হারাম বর্জন করা ও হালাল গ্রহন 56
ফরজ আদায়ে মনোযোগি হওয়া 57
সলাত,পর্দা বাদ দেওয়া ও সুদ খাওয়ার পরিণাম নিয়ে কিছু হাদিস 57
তওবা করা 59
সাদাকা করা 60
নিজের হিসাব নেওয়া: 62
নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া 63
সারাদিন আমলের মুরাকাবাহ 64
ঘুমানোর পূর্বে 'মুহাসাবাহ' 64
হকদারের হক আদায় 65
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ 65
মদিনায় মৃত্যুর দোআ 67
দুনিয়াতে ভীত হলে আখিরাত হবে স্বস্তির 67
মৃত ব্যক্তির গোসলের নিয়ম 68
মৃত ব্যক্তির কাফনের বর্ণনা 69
কবর দেয়ার নিয়ম 71
দাফন শেষে দু'আ 73
বারজাখের জীবন 76
সালাফদের দৃষ্টিতে কবর 78
প্রশ্নোত্তর শেষে সকাল-সন্ধ্যায় গন্তব্য উপস্থাপন 80
যারা আল্লাহর স্মরণ এড়িয়ে চলে 81

কবরের শাস্তি কেমন হবে? 82
মেয়েটিকে টেলিভিশনসহ কবরে দাফন করা হলো 84
ঋনের কারণে শাস্তি 86
প্রস্রাবের অসর্তকার কারণে শাস্তি 87
বেনামাজির কবরের শাস্তি 87
সূরা আল-মুলক: কবরে শাস্তি-প্রতিরোধক 88
অভ্যন্তরীণ পীড়ায় মৃত্যু: কবরে নিরাপত্তা লাভ 89
শুক্রবারে মৃত্যু: কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা 90
নিয়মিত নামাজ আদায় করা 91
কবরের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য নবীজির করা দুআ 91
সুন্দর মৃত্যু ও কবর শাস্তি থেকে বাঁচার কিছু দোআ 92
অসিয়তনামা 95
একটি নমুনা অসিয়তনামা 97

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“একদিন হৃদয়জুড়ে হতাশার কালো মেঘ আর থাকবে না।
বুকের মধ্যিখানে জমে থাকা অব্যক্ত দুঃখগুলো এক নিমিষেই ম্লান হয়ে যাবে।
হৃদয়ের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা না পাওয়ার শত লিষ্ট ঠিক সেদিন পূর্ণতা পাবে-যেদিন তোমার রব তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলবেন,
"হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের সাথে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।" [সূরা ফজর: ২৭-৩০]

ভূমিকা

মৃত্যু এক অনিবার্য সত্য,কোনো প্রানীর এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।পৃথিবীর বুকে অনেক রাজা বাদশারা মৃত্য থেকে বাঁচতে বিভিন্ন চেষ্টা করে আসছে।কিন্তু সবচেষ্টায় বিফল হয়েছে।ব্যক্তির জান তার রব চাইলে সে সূচের ভেতর থাকলে সেখান থেকেও জান কবজ করতে পারেন।কারণ আমাদের রবের দ্বারা সব সম্ভব।যিনি জীবিতকে জান দেন তিনি জীবিতকে মৃত্যুও দিতে সক্ষম।মৃত্যু হলো রবের সাক্ষাতের প্রথম ধাপ।যে এটির প্রস্তুতি দুনিয়ায় থাকতেই নিয়ে নেয় তার শেষ ধাপও সুন্দর হয়।পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে হলে যেমন পড়ালেখা করে ভালো প্রস্তুতি নিতে হয়।তেমন সুন্দর মৃত্যু পেতে চাইলে,রবের সাক্ষাতের প্রথম ধাপ সুন্দর ও রবের সন্তুষ্টিতে পেতে চাইলে আমাদেরকে দুনিয়াতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

মাওত শব্দের অর্থ ও পরিচয়

موت তিনটি অক্ষরের একটি শব্দ। মীম, ওয়া, তা-মাওত। বাংলা অর্থ- মরে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সমাপ্তি ঘটা ইত্যাদি। পরিভাষায় যে বস্তুর মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটে কবরের জীবন শুরু হয়, তাকে মাওত বা মৃত্যু বলে।

"ইন্তেকাল" শব্দটি দ্বারা ও মৃত্যুকেই বুঝানো হয়। انتقال শব্দটি এসেছে نقل থেকে। نقل অর্থ স্থানান্তর করা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া, যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া থেকে কবরে স্থানান্তর হয় তাই তাকে انتقال বলে।

দুনিয়ার জীবনে ও মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। কেউ বিদেশে ও চলে যায়। তাকে ইন্তেকাল বলে না। কেননা এ পৃথিবীতে যত দূরেই মানুষ যাক না কেন, সেখান থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, টেলিফোনে কথা হয়, মোবাইলে, চিঠিপত্রে খবর পাওয়া যায়, সুখ-দুঃখ জানা যায়, কিন্তু ঘরের কাছে কবর সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে একবার কেউ চলে গেলে সুখ-দুঃখ জানা যায় না, মোবাইলে অথবা ফোনে খবরও পাওয়া যায় না, আর কিয়ামতের ময়দানে উঠার আগে ফিরে আসারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণে তাকে বলা হয় ইন্তেকাল।

হায়াত ও মাওতের সৃষ্টি

এখানে দু'টি শব্দ, একটি হায়াত অপরটি মাওত। কেন সৃষ্টি করা হলো? কে সৃষ্টি করলেন?

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময় তাকেই আরবীতে হায়াত বলে। যে জিনিসের দ্বারা দুনিয়ার হায়াতের সমাপ্তি ঘটে তাকে মাওত বলে।

আল্লাহর অতি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি হলো হায়াত এবং মাওত। এ দুটি সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষেরা কিছু দিয়ে কিছু বানায়। তাই মানুষেরা "খালেক" নয়। কিচ্ছু না থেকে যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন খালেক, বানানে ওয়ালা। এ আকাশ একদিন ছিলনা, এ জমিন একদিন ছিলনা, তিনিই সৃষ্টিকরেছেন। একই স্রষ্টাই হায়াত এবং মাওত সৃষ্টি করেছেন। কেন করেছেন? পবিত্র কুরআন বলছেঃ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً.

অর্থ: তিনিই মহান আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, ক পরীক্ষা করার জন্য কে তোমরা নেক আমলে উত্তম? (৬৭ 7/50 ক আয়াত-২)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, পৃথিবী হলো পরীক্ষা কেন্দ্র, আমরা হলাম পরীক্ষার্থী আর মৃত্যু হলো পরীক্ষার ফলাফল। আমরা উত্তম আমল করলাম কিনা মৃত্যুর মাধ্যমে তা প্রমাণ হয়ে যাবে। প্রিয় পাঠক আসুন আমরা ভাল ফলাফলের প্রস্তুতি গ্রহণ করি, জীবনটাকে আল্লাহর বিধানের আলোকে গঠন করি। ঈমানের মৃত্যুকে বরণ করি। আমীন,

আল্লাহ মৃত্যু কেনো দেন

একবার হজরত মুসা [আলায়হিস সালাম] আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ! আপনি মানুষকে সৃষ্টি করেন আবার মেরেও ফেলেন-কেনো?' আল্লাহ বললেন, 'মুসা! জমিতে ফসল ফলাও।' হজরত মুসা [আলায়হিস সালাম] জমিতে গম চাষ করলেন। কিছুদিন পর ফসল পেকে গেলো। হজরত মুসা যখন দেখলেন, ফসল পেকে গেছে তিনি এগুলো কাটার চিন্তা করলেন। তিনি ফসল কেটে বীজ এবং ভূষি আলাদা করে রাখলেন।

আল্লাহতায়া জিজ্ঞেস করলেন, 'মুসা! তুমি গম কেটে বীজ এবং ভূষি আলাদা করেছো কেনো?' তিনি বললেন, 'ফসল পেকে গেছে তাই কেটে ফেলেছি।এবার আল্লাহ বললেন, 'মুসা! আমিও তো এটাই করি। যখন মানুষের জীবনের ফসল পেকে যায়, আমি তা কেটে নিই। বীজের মতো লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিই এবং ভূষির মতো কিছু লোককে জাহান্নামে ফেলে দিই।'

মরণ আসবে কবে?

নবিয়েআকরাম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একদিন তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? একজন বললো, রাসুল। সকালে যখন ঘুম থেক জাগি। নিশ্চিত বলতে পারি না রাত আসবে কী-না? আরেকজন বললো, যখন চার রাকাত নামাজে দাঁড়াই নিশ্চিত বলতে পারি না সবগুলো রাকাত শেষ করতে পারবো কী-না? রাসুল বললেন, আমার অবস্থা হলো, নামাজে আমি যখন একদিকে সালাম ফেরাই, বলতে পারি না অপরদিকে সালাম ফেরাতে পারবো কি না?

বন্ধুগণ! একমুহূর্তও মৃত্যুর নিশ্চয়তা নেই। যে কোনো সময় তা আসতে পারে।

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں

মৃত্যু ফেরি আসবে কবে নেইতো জানা কারো এক পলকের নেই ভরসা

মৃত্যু অনিবার্য সত্য

আমরা চোখে যা দেখি সবকিছুরই মৃত্যু আছে। জড় হোক আর জীব হোক ধ্বংস তার অনিবার্য, আল্লাহ পাক বলছেন:

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَشَيَّدَةٍ.

অর্থঃ হে আমার বান্দারা, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই। এমনকি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। মৃত্যু তোমাদের ছাড়বেনা। (৪ নং সূরা আন নিসা: আয়াত-৭৮)

কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো মজবুত কক্ষে অবস্থান নেয় যা ধ্বংস হবার নয় এবং দুনিয়ার কোনো আলো বাতাস পৌঁছার মতো ছিদ্রও না থাকে। লোকটা সেখানেও মারা যাবে। মনে প্রশ্ন আসে ছিদ্রতো নেই। মাওতের ফেরেস্তা কীভাবে ঢুকল? বুঝা গেল- এটা এমন ফেরেস্তা যার ঢুকতে ছিদ্র লাগেনা। কোন প্রতিবন্ধকতা তাকে আটকাতেও পারেনা।-

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى علمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ: তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও সেই মৃত্যু- তোমাদের সাথে অবশ্যই দেখা করবে। অতঃপর তোমাদেরকে এমন আল্লাহর নিকট দাঁড়াতে হবে, যিনি তোমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য সব জানেন। তোমরা দুনিয়ায় যা করেছো সব তিনি জানিয়ে দেবেন। (৬২ নং সূরা জুমুআ আয়াত-৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো মৃত্যু সামনে থেকে আসবে। আর যে জিনিস সামনে থেকে আসে তার থেকে পালানো যায়না, কারণ আপনি যেদিকেই ফিরবেন তা আপনার সামনে থাকবে।

* কেউ কুরআনুল কারীমের সব আয়াত অস্বীকার করলেও করতে পারে তবে একটি আয়াত সকলেই মানতে বাধ্য। আর তা হলো ২৯ নং সূরার ৫৭ নং আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ পাক বলছেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)العنكبوت(

অর্থ: প্রত্যেক জীবকেই মরতে হবে, অতঃপর সকলেই আমার নিকট ফিরে আসবে। একই বলা হয়েছে- ৩নং সূরা- ১৮৫ নং আয়াতে ৬নং সূরা- ৬১, ৬২ নং আয়াতে, ১৬ নং সূরা ৭০ নং আয়াতে, ২১ নং সূরা ৩৫ নং আয়াতে, ২৯ নং সূরা ৫৭ নং আয়াতে ৩৯ নং সূরা ৩০, ৩১, ৪১ নং আয়াতে ৫০ নং সূরা- ১৯ নং আয়াতে। এসব আয়াতের বর্ণনা সামনে রাখলে এটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে মৃত্যু অনিবার্য সত্য।

এবার কুরআনুল কারীমের এ বর্ণনার আলোকে আমার নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর জবাবে আপনার অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন-

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোকদের প্রচেষ্টা শুধু বেঁচে থাকার জন্য, অথচ বেঁচে থাকা কি সম্ভব?

আমাদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, পড়ালেখা এসব কি আমাদেরকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়? আমরা কি ঈমানদার হয়ে মরবো, না মরে ঈমানদার হবো? মুসলমান হয়ে মরবো, না মরে মুসলমান হবো? নেক আমলকারী হয়ে মরবো, না মরে নেক আমলকারী হবো? মৃত্যুর পর কি নেক আমল করা যায়? নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, হালাল খাওয়া, সত্য কথা বলা এগুলো কি মৃত্যুর পরের আমল, না মৃত্যুর আগের আমল? আপনার মন যদি এ সঠিক জবাব দেয়, তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য আপনানে বিধান অনুযায়ী এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে হবে

মৃত্যু সম্পর্কিত হাদিস সমূহ

মৃত্যু এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি সম্পর্কে ইসলামে অনেক হাদিস পাওয়া যায়। এগুলো মুমিনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস। এখানে মৃত্যুর বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের একটি সংকলন দেওয়া হলো:

১. মৃত্যু অবধারিত

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তোমরা একজন পথিক বা পথের মুসাফির।"
(সহীহ বুখারি: ৬৪১৬)

তিনি আরও বলেছেন:
"মৃত্যু যখন আসবে, তখন তা থেকে কারও পরিত্রাণ নেই।"
(তিরমিজি: ২২৮৯)

---

২. বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো, যা সকল আনন্দকে ধ্বংস করে দেয়।"
(তিরমিজি: ২৩১৭; নাসায়ি: ১৮৪৪)

---

৩. মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন:
"যে প্রাণই রয়েছে, তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"
(সহীহ বুখারি: ১৩৮৩; কুরআন: সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

---

৪. মৃত্যু আখিরাতের দরজা

রাসূল (সা.) বলেছেন:
"মৃত্যু মুমিনের জন্য আখিরাতে প্রবেশের দরজা এবং দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে মুক্তি।"
(সহীহ মুসলিম: ২৮৭২)

---

৫. মৃত্যু প্রতিরোধ করার উপায় নেই

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:

"যদি কেউ মৃত্যুর ভয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়, তবুও মৃত্যু তাকে পাবে।"
(মুসনাদে আহমদ: ১৭৮৮৩)

---

৬. মৃত্যু সময়ের পূর্বাভাস

মৃত্যুর সময় এবং স্থান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"কেউ জানে না কোথায় সে মারা যাবে এবং কখন মারা যাবে।"
(কুরআন: সূরা লোকমান: ৩৪)

---

৭. নেককার মৃত্যু কামনা

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:
"তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও এবং দোয়া করো, যাতে তোমাদের মৃত্যু ঈমানের উপর হয়।"
(তিরমিজি: ৩৪৯১)

---

৮. মৃত্যুর পর পাপ বন্ধ হওয়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস চালু থাকে: সদকা জারিয়া, শিক্ষামূলক জ্ঞান এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"
(সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

---

৯. মৃত্যু কষ্টের সময়কার অবস্থা

রাসূল (সা.) বলেছেন:

"মৃত্যুর সময় একজন মুমিনের আত্মা সহজেই বের হয়, কিন্তু কাফিরদের আত্মা কঠিনভাবে বের হয়।"
(সহীহ বুখারি: ৬৫১২; মুসলিম: ২৮৭০)

---

১০. জান্নাত বা জাহান্নামের অবস্থান মৃত্যুর পর জানা যায়

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"কবর মুমিনের জন্য জান্নাতের একটি বাগান, আর কাফিরের জন্য জাহান্নামের একটি গর্ত।"
(তিরমিজি: ২৪৬০)

---

১১. জান্নাতের সুসংবাদ শুনলে মৃত্যু সহজ হয়

রাসূল (সা.) বলেছেন:
"মুমিন যখন মৃত্যুর সময় জান্নাতের সুসংবাদ শুনে, তখন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায় এবং মৃত্যু সহজ হয়ে যায়।"
(সহীহ বুখারি: ৬৫০৫)

---

১২. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।"
(ইবনে মাজাহ: ৪২৫৯)

---

১৩. মৃত্যুর কষ্ট

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"আমি মৃত্যু কষ্ট অনুভব করেছি এবং এটি অত্যন্ত কঠিন।"
(সহীহ বুখারি: ৪৪৪৯; মুসলিম: ৪৩৯৩)

---

১৪. দুনিয়া থেকে বিদায়ের উপদেশ

রাসুল (সা.) তাঁর বিদায়ের আগে উম্মতকে নসিহত করেছেন:
"তোমরা নামাজকে গুরুত্ব দাও এবং তোমাদের অধীনস্তদের প্রতি ভালো ব্যবহার করো।"
(আবু দাউদ: ৫১৫৬)

মৃত্যু সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা হলো এটি জীবনের অপরিহার্য বাস্তবতা। প্রতিটি মুমিনের উচিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করা। মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয় এবং নেক আমল করার আগ্রহ বাড়ে।

মৃত্যু চিন্তায় কল্যাণ সম্পন্ধে বুযুর্গদের বাণী:

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়ায়ই রয়েছে মৃত্যুর অপমানের কারণ; সুতরাং জ্ঞানীর জন্য তা' আনন্দ রেখে যায় না। হযরত রবী ইবনে কায়ছম বলেছেন, মৃত্যুর চেয়ে অধিক অদৃশ্য উত্তম বস্তুর জন্য কোন মুমিন অপেক্ষা করে না। তিনি বলতেন, আমার মৃত্যু হলে তোমরা তা' কাউকে জানিয়ো না। মৃত্যু আমার প্রভুর নিকট আমাকে নিয়ে যাবে। কোন বুযুর্গ তার কোন বন্ধুর নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন, হে ভ্রাত! যে আগারে যাবার পর তুমি মৃত্যুর আশা করবে, তথায় যাবার পূর্বে বর্তমান আগারে মৃত্যুকে ভয় করবে। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) প্রত্যেক রাত্রে আলিমদেরকে একত্র করে তাদের নিকট মৃত্যু, কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শ্রবণ করতেন। তারপর তারা এমন করুণ স্বরে ক্রন্দন করতেন যে, মনে হতো যেন তাঁদের সামনে কোন মৃত দেহ স্থাপন করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেছেন, দু'টি বস্তু আমার নিকট থেকে দুনিয়ার স্বাদ হরণ করে নিয়েছে। একটি মৃত্যু চিন্তা, দ্বিতীয় আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার ভয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনতে পেরেছে, সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা তার উপর সহজ হয়েছে। হযরত মুতাররফ (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যেন কোন এক ব্যক্তি বছরার কোন এক মসজিদে বসে বলছে, মৃতু চিন্তা আল্লাহভীরুদের হৃদয় কর্তন করে ফেলেছে। আল্লাহর কসম! তাদেরকে তুমি বিভ্রান্ত দেখতে পাবে।

হযরত আশআছ (রহঃ) বলেছেন, আমরা হযরত হাসান বছরী (রহঃ)- এর নিকট গেলে তিনি কেবল মৃত্যু, দোষখ ও পরলোক সম্পর্কেই আমাদের সাথে বেশি আলোচনা করতেন। হযরত সুফিয়াহ (রহঃ); বলেছেন, একজন রমণী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তার নিজের মনের কাঠিন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিল। তাতে তিনি বললেন, মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর, তাতে তোমার অন্তর কোমল হবে। বস্তুতঃ সে তা' করে আশাতিরিক্ত ফল পেয়েছিল। অতঃপর সে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। হযরত ঈসা (রাঃ)-এর নিকট মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা হলে, তাঁর ধমনীতে রক্তের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো। হযরত দাউদ (আঃ)- এর সম্মুখে মৃত্যু ও কিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি এত বেশি রোদন করতেন যে, তাতে তাঁর মস্তকের কেশরাজি দণ্ডায়মান হয়ে যেত। যখন তাঁর সামনে রহমতের কথা উল্লেখ করা হতো, তখন তিনি তাঁর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতেন। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, আমি কখনও কোন জ্ঞানী লোককে এরূপ দেখিনি যে, মৃত্যুর কথা আলোচনা করলে ভয়ে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ত না। খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) কোন আলিমকে বলেছিলেন, আমাকে আপনি কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আপনার পিতা থেকে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত কোন লোকই মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পায়নি। এখন আপনার পালা এসেছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) একথা শুনে রোদন করতে লাগলেন। হযরত রবী

ইবনে খায়ছাম (রহঃ) তাঁর গৃহের মধ্যে একটি কবর খনন করিয়েছিলেন। তিনি তথায় দৈনিক কয়েকবার করে শয়ন করতেন। এতে তাঁর মৃত্যুর কথা সর্বদা হৃদয় মধ্যে জাগরিত থাকত। তিনি বলতেন, যদি আমার হৃদয় থেকে মৃত্যু চিন্তা এক পলকের জন্যও চলে যায়, আমার হৃদয় নষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত মুতাররফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন, মৃত্যু আরামপ্রিয় লোকদের শক্তি হরণ করেছে; সুতরাং এমন শক্তি অন্বেষন কর, যার মৃত্যু নেই। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) আব্বাকে বলেছিলেন, অধিক পরিমাণে মৃত্যু চিন্তা কর, তাতে দুটো উপকার পাবে। তুমি যদি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাক, তবে তা' তোমার নিকট তিক্ত হয়ে পড়বে। আর যদি তুমি দুঃখ-দারিদ্র্যে বেষ্টিত থাক, তোমার সম্পদ এসে যাবে। হযরত আন সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেছেন যে, আমি হারুনের মাতাকে বলেছিলাম, তুমি কি মৃত্যুকে ভালোবাস? সে বলল, ভালোবাসি না।আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? সে বলল, যদি তুমি কোন ব্যক্তিকেভালো না বাস, তুমি তার সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা কর না। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হয়ে কিরূপে তার সাথে সাক্ষাত করতে চাইব?

ঈমানী মৃত্যুর অবস্থা

একবার প্রিয়নবী (সা.) একজন আনসারী সাহাবীর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখেন। তখন তিনি বলেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা। আমার এ সাথীর উপর রহম করুন। তিনি মুমিন বান্দাহ। মৃত্যুর ফেরেশতা জবাব দেন, আপনি সন্তুষ্ট থাকুন এবং নিজ চোখকে শীতল রাখুন। জেনে রাখুন আমি প্রত্যেক মুমিনের সাথে ভাল ব্যবহার করে থাকি। আমি যখন আদম সন্তানের রূহ হরন করি, তখন তার পরিবারের কেউ চিৎকার করলে আমি ঐ রূহসহ তার ঘরে অপেক্ষা করি এবং বলি, এ চিৎকারকারীর কি হলো? আল্লাহর কসম, আমরা কোনো যুলুম অত্যাচার করিনি। নির্দিষ্ট সময়ের আগে তার রূহ হরণ করিনি এবং তাকদীরের লেখার চেয়ে তাড়াহুড়া করিনি।

রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেন,

- "যখন মু'মিন বান্দার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়, তখন রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড়সহ এসে রূহকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহর দিকে সন্তুষ্টির সাথে বের হও। তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন। রহমতের ফেরেশতারা জান্নাতী সাজে-সজ্জিত হয়ে আসবে। সুগন্ধিযুক্ত পোশাক এবং রুমাল থাকবে তাদের সাথে। জান্নাতী রুমাল মুমূর্ষ ব্যক্তির মুখের নিকট রাখবে। জান্নাতী সুগন্ধে হাসতে হাসতে তার রূহ বের হবে। আর বদ আমলকারীর মৃত্যু নেক আমলকারীর মৃত্যুর পুরো বিপরীত হবে।"

মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের আগমন:

মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা অবতরণ করেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন মুদিনের জন্য সুসংবাদ, আর কাফিরের জন্য (শাস্তির) হমকি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا للنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وانشروا بالجملة التي كنتم توعدون "যারা ঘোষনা করেছে, অল্লাহ আমাদের এই অতপর তার ওপরে ও দ্বির থেকেছে, নিশ্চিত এদের কছে। তাদের বলে, তীত হয়ো না, মুখে করো না এবং সেই অভাবের সুসংবাদ শুনে খুশি ৫০ বার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন,

يا أيتها النفس التقنية ارجعي إلى ربك راضية مرضية

فادخل في عبادي وادخل على "হে স্থির আয়া। ফিরে আসো তোমার রবের নিবে, (নিজের শুত পরিগরিতে। সন্তষ্ট এবং কেন হয়ে। শামিল হবে যাও আমার।দেক) বান্দাদের মধ্যে এদেশ

তিনি আরও বলেন,

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملايكة باسكر أيديهم المرجوا المسلم اليوم الجزوْنَ عَذَابَ الهون بنا كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته التكبيرون "তুমি বদি আলেমদের যে অবস্থান দেখতে পেতে, যখন তথা মৃত্যু বজ্রণায় কাতাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলতে থাকবে, তোমাদের প্রাণ বের করে তোম আয়াতের বিরুদ্ধে যে দ্বারা প্রকাশ করতে, আরি পাতি হরণ আজ

তোমাদের অবমাননাকর পাড়ি দেওয়া হবে।"

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

মুমিনের কহ (সেজ মেজে। যের হলে, দুজন ফেরেশতা তা গ্রহণ করে এবং তা নিয়ে উপরে উঠে।' (বর্ণনী হাম্মাদ বলেন, এ কথা কন্যার পর আবু হুরায়রা এই আত্মার সুবন্ধ ও মেশকের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, আকাশবাণীরা বলে, 'এ যো) পবিত্র আত্মা। পৃথিবীয় দিক থেকে

এসেছে। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন এবং গ্রহন করুন ওই দেহের উপর থাকে তুমি। একদিন। আবাদ রেখেছিলো' অত্যপর ফেরেশরা তাকে নিয়ে তার হবের দিকে যায়। তারপর তিনি বলেন, 'তাকে নিয়ে সময়ের প্রান্তসীমায় SO

আর কাদিরের রহ (দেহ থেকে। তো হলে (বর্ণনাকারী) হাম্মাদ বিষয়টি উল্লেন করেন, 'আর আকাশবাসীর বসে, 'এ তো) বেংয় আত্মা পৃথিতীয় দিক থেকে এসেছে।' বলা হয়, 'তাকে নিয়ে সময়ের প্রান্তসীমায় চলে হাও।' এ কথা বসে (অর্থাৎ কাজিনের দুর্বক্ষযুক্ত আত্মার কথা উল্লেখ করার পর), আল্লাহর রাসুল তাঁর (শরীরের) উপর থাকা এট নাকের এচাখে প্রখলেন

[২৬) আবূ যায়রা এ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

মুমিনের মৃত্যুর সময়ক্ষণ। ঘনিয়ে এলে, তার কাছে দু'জন ফেরেশরা এসে উপস্থিত হয়। তারা তার কহ করয় করে একটি রেশমি রুমালোর উপর রাখে। তারপর তাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করে। ফেরেশতারা বলতে খাতে, 'এে তো। পবিত্র আত্মা। পৃথিবীর দিক থেকে এসেছে।' তখন বলা হয়, 'সুসংবাদ লও (আল্লাহর) সন্ধাই, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন রদের।' তারপর বলা হয়, 'তাকে দু'সময়ের প্রান্তসীমায় পৌঁছে বাক্য'

আর কাকির হলে, দু'জন ফেরেশতা তার কহ কবর করে একটি খসখসে ভাপড়ের উপর রাখে। অতঃপর রাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করে। ফেরেশতারা নিজেদের রেপে বলতে থাকে, '(এ মো) নোংরা পৃথিবীর দিক থেকে এসেছে।' অতঃপর অঙ্গে নিয়ে তার (আরও) উপরে আরোহণ করে। তখন বলা হয়, 'সুগাবাদ নও আল্লাহর পাতিও রাদ্দিদ্যো তারপর কনা হয়, 'তাকে সমগ্রের অববা দুসময়ের প্রান্তসীমায় পৌঁছে যাতা

[২৭] আবু হুরায়রা এ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'মুমূর্ষু যাকির কাছে ফেরেশতারা এসে হাজির হয়। লোকটি সৎ হলে, তারা বলে, 'ওহে দেছের ভেতরে থাকা স্থির আত্মা, বেরিয়ে আসো। প্রশংসিত অবস্থায় বেরিয়ে আসো, আর সুসংবাদ লও (আল্লাহর। সভাই, উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন রবের।' আত্মা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাকে এসব বলা হতে থাকে। অতপের আত্মা যেগিয়ে এলে, তাকে নিয়ে উপরে এটা হয়। আকাশে পৌঁছে রার জন্য (দরজা খুলতে বলা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, ব্যক্তি কে?' বলা হয়, অমুকের ছেলে অমুক। অত্যুযুত্তরে বলা হয়, 'পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, বা পবিত্র দেহে ছিল। প্রশংসিত অবস্থায় প্রবেশ করো, আর সুসংবাদ লও (আল্লাহর) সন্তুষ্টি, উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন হবেয়া আকাশে পৌঁছা পর্যন্ত তাকে এসব বলা হতে থাকবে।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তিনি (আকাশ বদতে) সপ্তম আকাশের কথা বুঝিয়েছিলেন।

আর লোকটি মন্দ হলে, তারা বলে, 'ওহে নোংরা দেহের ভেতরে থাকা নোংরা আত্মা, বিকৃত হয়ে বেরিয়ে আসো। আর সুসংবাদ লও ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও এ ধরনের অন্যান্য ফিরুতার।' আত্মা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাকে এসব বলা হতে থাকে। অতঃপর আস্থা বেরিয়ে এসে, তাকে নিয়ে আকাশের দিকে ওঠা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এই ব্যক্তি কে?' বলা হয়, অমুকের ছেলে অমুক।' প্রত্যুত্তরে বলা হয়, 'নোংরা আত্মাকে কোনও স্বাগত জানানো হবে না। এটি নোংরা দেহে ছিল। বিকৃত হয়ে ফিরে যাও; তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।' এরপর তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। তারপর সে

কনয়ে যাবে।

আনুরায়রা যেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '"মুমিন ব্যক্তিনা মৃত্যুর সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এলে, তার কাছে রহমতের ফেরেশতারা একটি সাগ রেশমি রমাল নিয়ে হাজির হয়। অতপর তারা বলে, বন্ধই অবস্থায় ও (যবের) সন্তোষভাজন হয়ে বেরিয়ে আসো। (বেরিয়ে আলো) আল্লাহর সন্ধাই, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি ও ভোগবিহীন হয়ের দিকে। অতঃপর সর্বোৎকৃষ্ট মানের মেশকের ভাগের ন্যায় যাতাটি বেরিয়ে আসে। ফেরেশতারা সেটি হাতে নিয়ে একে অপরকে দেন এবং তার ঘ্রাণ নেয়। একপর্যায়ে তথ্য পেটি নিয়ে আকাশের দরজায় উপনীত হয়। তখন (আকাশের) ফেরেশতারা বসে, 'এর গ্রাব করাই না উত্তমা এটি পৃথিবীর দিক থেকে তোমাদের কাছে এসেছে। প্রত্যেক আকাশে উপনীত হলে তারা এ কথা বলে। একপর্যায়ে তারা সেটি নিয়ে মুমিনদের আস্থাসমূহে

ছিল এমন কেউ তোমাদের কারও কাছে এলে, সে ঘতটি খুশি হয়, মুমিনরা

এই আত্মাটি পেয়ে তার চেয়ে বেশি খুশি হয়। প্রাবা যার কাছে জানতে চায়, 'অমুকের কী হয়েছে? অনুকের কী হয়েছে? তখন তারা বলে, 'তাকে মেয়ে নাও, কিছুটা বিশ্রাম নিক, কারণ সে (এতদিন। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ছিল।' তারপর সে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? দে তো ইরোমধ্যে মারা গিয়েছে।' তারা বলে, (আমলে। সে আাহানামে গিয়েছে।

আর কাফিরের (মৃল্লার। বেদায় শাস্তির ফেরেশতারা একটি খসখসে কাপড় নিয়ে তার কাছে আধ্যে অতঃপর বাল, 'অসতী অবস্থায় ওরণের। অসন্তোষ নিয়ে বেরিয়ে আসে। (বেরিয়ে আসো। আল্লাহর শান্তি ও জোগের দিকে। অতঃপর রা লাশের সবচেয়ে বাজে বন্ধের নাম বেরিয়ে আসে। প্রায় সেট নিয়ে পৃথিবীর দরজায় চলে যায়, আর বলতে থাকে মিয়া কী হতে

গন্ধ। প্রত্যেক ভূখণ্ডে উপনীত হলে তারা এ মন্তব্য করে। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে নিয়ে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে হাজির হয়।

[২৯] উকাব ইবনুল সামিত ও থেকে বাইত, তিনি বলেন "যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন, আর বে-ব্যাক্তি আল্লাহর সঙ্গে স্যাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।"

আয়িশা (র:) অথবা নবি (স:) এর কোনও ও এক স্ত্রী বললেন, 'আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।' তিনি বললেন, "বিষয়টি এমন নয়। বরং মুমিনের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়।তখ তার সামনে যা পেশ করা হয়, তার চেয়ে অধিক পছন্দের আর কিছুই থাকে না। যখন আল্লাহর সাক্ষাৎ তার অন্য প্রিয় হয়ে উঠে, আর তার সাক্ষাৎও আল্লাহর কাফিরের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে, তাকে আল্লাহর শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনে যা পেশ করা হয়, তার চেয়ে অধিক অপছন্দের আর কিছুই থাকে না। তার জন্য অপ্রিয় হয়ে উঠে, আর তার সাক্ষাৎও আল্লাযর কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠে।]

[৩০] আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল

বলেছেন-

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, কারণ তারা অগ্রিম যা পাঠিয়েছে, সেই গন্তব্যে তারা পৌঁছে গিয়েছে। "খি

[৩১] উসমান এর আযাদকৃত দাস হানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَمَنْظَرُ الْقَبْرِ أَفْظَعُ مِنْهُ

'উসমান কোনও কবরের সামনে দাঁড়ালে এত বেশি কাঁদতেন যে, তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করা হয়, তখন আপনি কাঁদেন না, আর এতে কাঁদছেন!' তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। এখানে মুক্তি পেলে, পরের ধাপগুলো এর চেয়ে

[১] নাসাঈ, সুনান, ৪/৯; ইবনু মাজাহ, সুনান, ৪২৬৪; বুখারি, ৬৫০৭; মুসলিম, ২৬৮৪; দারিমি, সুনান, ২/২২০।

[২] নাসাঈ, ৪/৫৩; দারিমি, সুনান,

উসমান কোনও কবরের সামনে দাঁড়ালে এত বেশি কাঁদতেন যে, তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করা হয়, তখন আপনি কাঁদেন না, আর এতে কাঁদছেন!' তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। এখানে মুক্তি পেলে, পরের ধাপগুলো এর চেয়ে

[১] নাসাঈ, সুনান, ৪/৯; ইবনু মাজাহ, সুনান, ৪২৬৪; বুখারি, ৬৫০৭; মুসলিম, ২৬৮৪; দারিমি, সুনান, ২/২২০।

[২] নাসাঈ, ৪/৫৩; দারিমি, সুনান, ২/১৫৬; বুখারি, ১৩৯৩।

সহজ; আর এখানে মুক্তি না পেলে, পরের ধাপগুলো এর চেয়ে নিকৃষ্ট।” তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (আরও) বলেছেন, "আমি যেসব দৃশ্য দেখেছি, তার মধ্যে কবরের দৃশ্য সবচেয়ে ভয়ংকর।" গম

[৩২] উসমান এর আযাদকৃত গোলাম হানি এ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِجِنَازَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَصَاحِبُهُ يُدْفَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ وَسَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهَ الْآنَ يُسْأَلُ

'আমি উসমান ইবনু আফফান এ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর রাসূল একটি কবরের নিকট লাশের পাশ দিয়ে যান। তাকে তখন দাফন করা হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল বলেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো, এবং আল্লাহর নিকট চাও-তিনি যেন তাকে শক্তি যোগান, কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।"

মৃত্যুর পর দেহে রূহ ফিরে আসার দলীল

মৃতব্যক্তির দেহে রূহ ফিরে আসে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়; মুমিনকে পুরস্কার ও কাফিরকে শাস্তি দেওয়া হয়-এ মর্মে দলিল-প্রমাণ:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে কোরো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। আর যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনও সেখানে পৌঁছায়নি, তাদের জন্যও কোনও ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।"

(আ-ল ইমরান ৩:১৬৯-১৭০)

কাফিরদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

"কিয়ামতের দিন তাঁদের ডেকে বলা হবে, "আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতটা ক্রোধান্বিত হচ্ছো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত হতেন তখন, যখন তোমাদের ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হতো আর তোমরা উল্টো কুফরি করতে।" তারা বলবে: হে আমাদের রব, প্রকৃতই তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার জীবন দান করেছ। এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি। এখন থেকে বের হওয়ার কোনও উপায় আছে কি?"
(আল-মুমিন/ গাফির ৪০:১০-১১)
[৩৫] মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি এ-এর ব্যাপারে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, 'এটি কাফিরদের বক্তব্য। কাফিরের (একটি) মৃত্যু হলো তার পার্থিব জীবনে কুফরির উপর (অটল) থাকা, আর দ্বিতীয়টি হলো তার (স্বাভাবিক) মৃত্যু। এ হলো দুটি মৃত্যু। আর দু' জীবনের একটি হলো তার মৃত্যুর পর কবরের জীবন, আর দ্বিতীয়টি হলো পুনরুত্থানের জন্য জীবনলাভ।'

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কাফিরের দেহ জীবিত, কিন্তু তার অন্তঃকরণ মৃত। এটিই হলো আল্লাহর এ কথার তাৎপর্য:

أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

"যে ব্যক্তি (প্রথমে) মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি।"

(সূরা আল-আনআম ৬:১২২)

তিনি বলেন, '(এ আয়াতের অর্থ হলো) যে কাফির ছিল, আর আমি তাকে হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দিয়েছি। সুতরাং কাফিরের মৃত্যু ও জীবন দ্বারা মূলত ওই মৃত্যু ও জীবনকে বুঝানো হয়, যা সে তার (স্বাভাবিক) মৃত্যুর পর লাভ করে, যে মৃত্যুর পর সে পানাহার করে না; তারপর সে পুনরুত্থানের জন্য জীবন লাভ করে।'

অন্য আরেকজনের ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেন, 'দু'টি মৃত্যুর একটি হলো ওই মৃত্যু, যা সে দুনিয়ার জীবন শেষে লাভ করে, আর অপর মৃত্যুটি সে পাবে যখন শিঙ্গায় প্রথমবার ফু দেওয়া হবে। দু'টি জীবনের একটি হলো তার মৃত্যুর (অব্যবহিত) পরের জীবন, যা সে লাভ করে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ও শাস্তি উপলব্ধির জন্য, আর অপর জীবনটি হলো পুনরুত্থানের জন্য।' অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এ উদ্দেশে (মৃত্যুর পর) তার দেহে তার রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। প্রমাণস্বরূপ নিচের হাদীসসমূহ দেখানো হলো:
'আমরা এক আনসার ব্যক্তির জানাযার উদ্দেশে রওয়ানা হই। কবরের কাছে পৌঁছে দেখি, কবরের খননকাজ চলছে। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসেন। আমরাও তাঁর পাশে এমনভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে একটি কাঠি। তা দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাটছেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে বলেন,

"তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। কারণ, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাতের দিকে (রওয়ানা) হয়, তখন শুভ্র-চেহারার ফেরেশতারা আকাশ থেকে নেমে তার কাছে আসেন। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় (উজ্জ্বল)। সঙ্গে থাকে জান্নাতের বস্ত্র ও সুগন্ধি। একজন ফেরেশতা তার মাথার কাছে বসে বলেন, 'ওহে স্থির আত্মা, বেরিয়ে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে।' তখন তার আত্মা এমন (মসৃণ) ভাবে বেরিয়ে যায়, যেভাবে চামড়ার মশুকের মুখ থেকে পানি বেরিয়ে আসে।

তারা আত্মাটি গ্রহণ করেন; জান কবয করার সময় তারা তা এক মুহূর্তের জন্যও ছাড় দেন না। একপর্যায়ে তারা সেটি নিয়ে ওই বস্ত্র ও সুগন্ধির মধ্যে রাখেন। অতঃপর তা থেকে বেরিয়ে আসে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি-মেশ্‌ক। তারা ফেরেশতাদের যেসব দলের পাশ দিয়ে যান, তাদের প্রত্যেকেই বলেন-এ পবিত্র রূহটি কী? তারা বলেন, (এটি) অমুকের ছেলে অমুক; দুনিয়ায় তাকে যেসব নামে ডাকা হতো, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাম সহকারে তার পরিচয় দেওয়া হয়। নিকটতম আকাশের দরজাসমূহে পৌঁছার পর, তার জন্য (দরজা) খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আকাশ পর্যন্ত সঙ্গ দেয়। এভাবে তাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দার আমলনামা সপ্তম আকাশের ইল্লিয়্যীনে লিপিবদ্ধ করে রাখো। আর তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নাও, কারণ আমি তাদের এখান থেকে সৃষ্টি করেছি, এখানে আমি তাদের ফিরিয়ে দেবো, আর এখান থেকে তাদের আরেকবার বের করব।' (সূরা ত্ব-হা ২০:৫৫)

তারপর তার দেহে পুনরায় আত্মা প্রবেশ করানো হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসান। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার রব কে? সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'আমার দ্বীন ইসলাম।' তারপর তারা বলেন, 'এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?' সে বলে, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ।' তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কীভাবে জানো?' সে বলে, 'আমি আল্লাহ তাআলার কিতাব পাঠ করেছি। তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং (তাকে) সত্যায়ন করেছি।' তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করেন, 'আমার গোলাম সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।' তারপর জান্নাতের সুঘ্রাণ ও সুবাতাস তার নিকট আসতে থাকে। দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত হয়, (তার কবরটি) তার জন্য ততদূর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

তার আমল তার সামনে একজন সুশ্রী মানুষের সুরতে হাজির হয়, যার কাছ থেকে সুঘ্রাণ আসতে থাকে। সে বলে, 'সুসংবাদ লও এমন কিছুর যা তোমাকে খুশি করে দেবে। এটি হলো তোমার দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।' সে (অর্থাৎ মুমিন) বলে, 'কে তুমি? তুমি তো কল্যাণ নিয়ে এসেছ।' সে বলে, 'আমি তোমার সৎকর্ম।' সে বলে, 'হে রব, কিয়ামাত ঘটাও! হে রব, কিয়ামাত ঘটাও! যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি।'

আর অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে পরপারে পাড়ি জমানোর সময় এলে, আকাশ থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা নেমে তার কাছে আসে। সঙ্গে থাকে খসখসে কাপড়। তারা এসে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে বলে,

'ওহে নোংরা আত্মা, আল্লাহর রাগ ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে আসো।' আত্মাটি তার দেহে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। ফেরেশতা তা টেনে-হিঁচড়ে বের করে। এর ফলে
কাছে আসে। সঙ্গে থাকে খসখসে কাপড়। তারা এসে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে বলে, 'ওহে নোংরা আত্মা, আল্লাহর রাগ ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে আসো।' আত্মাটি তার দেহে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। ফেরেশতা তা টেনে-হিঁচড়ে বের করে। এর ফলে তার শিরা-উপশিরা ও স্নায়ু ছিঁড়ে যায়; অনেক শাখাবিশিষ্ট লৌহশলাকা দিয়ে ভেজা তুলার মধ্যে মোচড়ানো হলে যে অবস্থা হয়, অনেকটা সে রকম। অতঃপর ফেরেশতারা তা নিয়ে ওই খসখসে কাপড়ের মধ্যে রাখে। তা থেকে লাশের সবচেয়ে বাজে গন্ধ বেরিয়ে আসে।

তারা ওই আত্মাটি নিয়ে ফেরেশতাদের যেসব দলের পাশ দিয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকেই বলে- এ নোংরা রূহটি কী? তারা বলে, (এটি) অমুকের ছেলে অমুক। দুনিয়ায় তাকে যেসব নামে ডাকা হতো, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্রী নাম সহকারে তার পরিচয় দেওয়া হয়। নিকটতম আকাশে পৌঁছার পর, তার জন্য (দরজা) খুলতে বলা হয়; কিন্তু তার জন্য (দরজা) খোলা হয় না। অতঃপর আল্লাহর রাসূল পাঠ করে শোনান,

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭:৪০)

এ আয়াতটির শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠ করে শোনান। তখন বরকতময় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তার আমলনামা সপ্তম পৃথিবীর নিচে অবস্থিত সিজ্জীনে লিখে রাখো। আর তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নাও, কারণ আমি তাদের এখান থেকে সৃষ্টি করেছি, এখানে আমি তাদের ফিরিয়ে দেবো, আর এখান থেকে তাদের আরেকবার বের করব।' তখন তাকে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয়। এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, অথবা বাতাস তাকে নিয়ে এমন জায়গায় ছুড়ে ফেলবে, যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

(সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩১)

অতঃপর তার দেহে পুনরায় রূহ প্রবেশ করানো হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' সে বলে, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না।' তারপর তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না।' তারপর তারা তাকে বলেন, 'এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?' সে বলে, 'হায়। হায়! আমি তো জানি না।' তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করেন, 'আমার গোলাম মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।' এরপর জাহান্নামের উত্তাপ ও গরম বাতাস তার কাছে আসতে থাকে। আর তার কবরটি এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, (এর চাপে) তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

তার সামনে একজন কুশ্রী মানুষ হাজির হয়, যার কাছ থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। সে বলে, 'সুসংবাদ লও এমন কিছুর যা তোমাকে অখুশি করে দেবে। এটি হলো তোমার দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।' সে বলে, 'কে তুমি? তুমি তো অকল্যাণ নিয়ে আসছ।' সে বলে, 'আমি তোমার নোংরা কর্ম।' সে বলে, 'হে রব, কিয়ামাত সংঘটিত কোরো না। হে রব, কিয়ামাত সংঘটিত কোরো না!' ম

[৩৭] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الروح بيدِ الْمَلِكِ والجسد يُقلب فَإِذَا حَمَلُوهُ تَبِعَهُمْ فَإِذَا وُضِعَ فِي الْقَبْرِ بَثَّهُ فِيهِ '(মানুষের মৃত্যুর অব্যবহিত পর) রূহ থাকে ফেরেশতার হাতে, আর (এদিকে) দেহের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। তারপর লোকজন যখন তাকে বহন করে নিয়ে চলে, তখন ফেরেশতা তাদের পেছনে পেছনে যায়। অতঃপর দেহটি কবরে রাখা হলে, ফেরেশতা ওই আত্মাটি এর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র

[১] আবূ দাউদ, সুনান, ২/৫৪০ (এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন); মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩/৪৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, আল- ফাতহুর রব্বানি, ৭/৭৪/

মৃত্যুর সময় শয়তানের প্রবঞ্চনা

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

احضروا موتاكم ولقنوهم "لا إله إلا الله "وبشروهم بالجنة، فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن الشيطان أقرب ما يكون من

ابن آدم عند ذلك المصرع.

'তোমরা আসন্ন-মৃত্যু লোকদের (মুসলমান) কাছে উপস্থিত হইও। তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন করো। সুসংবাদ প্রদান করো বেহেশতের। কারণ, বড় জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ মানুষও (পুরুষ-মহিলা) সেই কঠিন সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে শয়তানও সে মুহূর্তে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি কাছাকাছি হয়।' (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৭৮) হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন,

احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون.

'তোমরা মরণাপন্ন লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ো। তাদের আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দিয়ো। এই জন্য যে, তারা সেই মুহূর্তে এমন এমন জিনিস দেখতে পায়, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।' (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১১)

হযরত উমর রাযি,-এর অন্য এক বর্ণনা নিম্নোক্ত শব্দেও উল্লেখ আছে,

فإنهم يرون ويقال لهم.

'এই জন্য যে তারা কিছু একটা দেখতে পায় এবং তাদের কিছু বলা হয়ে থাকে।' (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১১)

বাক্যটির উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, শয়তান তাদের প্ররোচনা ও প্রণোদনামূলক কথাবার্তা বলে থাকে।

মৃত্যুশয্যায় শয়তানের ধোঁকা

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে দুনিয়ার বুকে অবতরণ করালে শয়তান তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে নেমে এল উল্লাস প্রকাশের জন্য। আর গর্বতরা ভাষায় বলল, 'যখন আমি ফুসলিয়ে ফেলেছি মাতা- পিতাকেই, তখন তাদের সন্তানসন্তুতি তো অতিমাত্রায় দুর্বল।' (তাদের ধোঁকা দেয়া কী

আর কঠিন ব্যাপারা) এটিই ছিল শয়তানের ধারণা। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ عَنْهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

'আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।' (সূরা সাবা, আয়াত ২০)

এ ভিত্তিতেই ইবলীস বলেছে, 'মানুষের ক্ষুদ্র অংশ নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত আমি তার থেকে পৃথক হব না। আমৃত্যু তাকে ধোঁকা দিয়েই যাব। মিথ্যা আশা ও নানাবিধ ওয়াদার বেড়াজালে আটকিয়ে।'

কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানও শয়তানের বিপরীতে দীপ্তভাষায় ঘোষণা করেছেন,

وعزتي وجلالي لا أصحب منه التوبة ما لم يفرفر بالموت، ولا يدعون إلا أحبته، ولا

يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرن إلا غفرت له.

'শপথ আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের। বান্দা মৃত্যুকষ্টে ছটফট করার আগ পর্যন্ত আমি বিরত থাকব না তার তওবা কবুল করা থেকে। বান্দা ডাকলেই আমি সাড়া দিব তার ডাকে। চাওয়া মাত্রই আমি দান করব তাকে। ক্ষমা চাইলে ক্ষমাও করব তাকে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫)

এজন্যই ঈমানের মজবুতির জন্য আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন, رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. 'হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮)

সম্ভবত হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন বুমী এ-ব্যাপারেই মছনবী শরীফে লিখেছেন,

تا چه دارد این حسود اندر کند و باتو اے خدا فریاد رسی بازیں عدد

'হে আল্লাহ, এই শত্রুর মুকাবিলায় আমাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করুন। জানি না এই হিংসুক কী গোপন চক্রান্ত করছে।'

کرکے فصل و گریر من دھد تام برو خواھد از من این در میان شھد

'আরেকবার যদি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তবে আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ডাকাত আমার ঈমানের শেষ চটখানিও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

این حد شش بیجو دوست اسے الله پیر حم کن در نہ کلیم شد سیاہ گیرہ

'তার এই কথাবার্তা (অন্তর কালো করার ব্যাপারে) ধোঁয়া সদৃশ। হে আল্লাহ, রহম করুন নতুবা ওর দ্বারা আমার (ভাগ্যের) চাদর কালো হয়ে যাবে।'

من بهجت بر نیا تم بابیلیس باید کوست فتنه پر شریف وه حسیں

'আমি তর্কে ইবলীসের মুকাবিলা করতে পারব না। কেননা যে ভালো- মন্দ সকল লোককেই বিপদে ফেলতে পারে।'

সেই অন্তিম মুহূর্তে যার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, সে সৌভাগ্যবানই ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকতে পারে। তাইতো আল্লাহর রহমত নিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে উপস্থিত হন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। তিনি প্রতিহত করেন শয়তানকে মরণাপন্ন ব্যক্তির আশপাশ থেকে। ফলে অনেক সময়ই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি অতিশয় স্বস্তি ও উৎফুল্লের দরুন মুচকি হাসি দেয়।
নিম্নোক্ত আয়াতটি সে সাক্ষ্যই বহন করে,
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ ইহকালীন জীবনে ও পরকালীন জীবনে।' (সুরা ইউনুস, আয়াত ৬৩-৬৫)

মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত হওয়ার কারণ

উপরে উল্লেখিত সমূহ আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয়, ঈমান ও জানের দুশমন শয়তান মানুষের সংকটাপন্ন অবস্থায় তার ঈমানের উপর অতর্কিত হামলা করে। আর সে সময় কোনো বান্দাই শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারে না আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের মদদ ছাড়া।

আলোচিত আয়াতের মাধ্যমে এ-কথাও বুঝে আসে, মৃত্যুর সেই সঙ্গিন মুহূর্তে ঈমানওয়ালা ও ঈমানের উপর অবিচল ব্যক্তিদের কপালেই জুটে আল্লাহর দয়া ও করুণা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য ও সহযোগিতা।

পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার নয়, তারা সে সময়ও আটকে থাকে শয়তানের খপ্পরেই, যেমনিভাবে জীবনভর তারা ছিল শয়তানের বিড়ম্বনার শিকার। শেষ পরিণাম হিসেবে আল্লাহর রহমত ও সুসংবাদ এবং ফেরেশতাদের মদদ ও নুসরত থেকে তারা শুধু বঞ্চিতই নয়; বরং জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি ও দুর্ভোগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় চিরদিনের জন্য। অনুরূপ যারা ঈমানওয়ালা তবে আপন ঈমানের উপর বলবৎ নয় তারাও সে মদদ ও রহমত থেকে মাহরুম হয়।

ঈমানের উপর বলবৎ না থাকার কয়েকটি স্তর আছে।

প্রথমত: (আল্লাহ হেফাযত করুন।) আপন ঈমান নষ্ট করে ফেলা।

দ্বিতীয়ত: লাগাতার এমনভাবে গুনাহে জড়িয়ে যাওয়া, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে লেশমাত্র আল্লাহভীতি না থাকাটা প্রকাশ করে; অথচ আল্লাহভীতিই হল ঈমান ও ইস্তিক্বামাতের মূল। এ ধরনের লোকজনও মৃত্যুর সময় শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়।

ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী'র মধ্যে এরকম অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেখানকার কয়েকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি-

এক দালালের ঘটনা। সে দিনরাত ব্যস্ত সময় পার করত ব্যবসা- বাণিজ্যের ধান্ধায়। বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করত না নামায-রোযা ও ইবাদত- বন্দেগীর প্রতি। সে মরণোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হলে তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকীন করা হল। কিন্তু তার হাতমুখ নড়চড় করছিল ব্যবসার

হিসাব-নিকাশেই। তার কালিমা নসীব হল না। অবশেষে সে বেঈমান হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিল।

এমনি আর এক ব্যক্তি দুনিয়ার মাঝে ডুবে ছিল। দীন-ধর্ম ও ইবাদত- বন্দেগীর বেলায় ছিল একেবারেই উদাস। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আশপাশের লোকজন তাকে কালিমার তালকীন করল। কিন্তু সে বলছিল, 'তোমরা আমার গাধাটাকে ঘাস খাইয়েছ তো?'

অনুরূপ এক বাজারি ব্যক্তি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছল। তাকে কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে তার হিসাব-নিকাশ ও ভাগ- বাটোয়ারাতেই মশগুল ছিল। অবশেষে এ হালতেই সে দুনিয়া ছাড়ল।

এমনি এক ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য পরিমাপ করত। কিন্তু ওজন করার পূর্বে দাঁড়িপাল্লাকে সঠিকভাবে পরিষ্কার করত না। ধুলোবালির দরুন ওজনে কম হয়ে যেত। মৃত্যুর সময় লোকজন তাকে কালিমা পড়ার তালকীন করল। তখন সে বলল, 'আমি সম্পূর্ণ স্বজ্ঞান, আমি সব ধরনের কথাবার্তা বলতে পারছি জিহ্বা দিয়ে। কিন্তু যখনই কালিমা পড়তে উদ্যত হই তখন আমার জিহ্বা ওঠে না। কারণ আমার জিহ্বার উপর দাঁড়িপাল্লার কাঁটা রেখে দেয়া হয়েছে। তা এই জন্য যে আমি ওজন করার সময় দাঁড়িপাল্লাটাকে ঠিকভাবে পরিষ্কার করতাম না। দুআ করো, আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন।'

ফায়দা: সম্ভবত এই লোক জেনে-বুঝে ইচ্ছে করেই মাপে কম দিয়ে সুখানুভব করত; নতুবা সতর্কতা সত্ত্বেও বেখেয়ালে এরূপ হয়ে গেলে অমন শাস্তি হওয়ার কথা নয়।

অনুরূপ এক ব্যক্তি অন্তিম সময়ে উপনীত হলে লোকজন তাকে কালিমার তালকীন করল। তখন সে বলল, 'আমি কালিমা পড়ার শক্তি পাচ্ছি না। কেননা আমি এ মুখ দিয়ে পড়শী-প্রতিবেশীদের কষ্ট দিতাম।

ইমানি মৃত্যুর কিছু মিসাল

নবীজির ওফাত:বিদায়বেলা

আল্লাহর রাসূল ও মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আইশা ও পাশেই ছিলেন। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছিলেন, 'উহ্‌ ব্যথায় মারা যাচ্ছি।' রাসূলুল্লাহ ও তখন রসিকতা করে বললেন, 'যদি তা-ই হয়, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার জন্য দুআ করতে পারবো।' আইশা তখন স্বভাবসুলভ অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো সেটাই চান। আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন।' রাসূলুল্লাহ ও তখন বললেন, "'আমারই বরং বলা উচিত -- ব্যথায় মারা যাচ্ছি"। [সহীহ বুখারি, অধ্যায় রোগী, হাদীস ২৭।]
রাসূলুল্লাহর ছিল প্রচণ্ড জ্বর। এক সাহাবি রাসূলুল্লাহর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর।' রাসূলুল্লাহ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি।' আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁদের বেশি ভালোবাসেন, তাই তাঁদের পরীক্ষাগুলো বেশি কঠিন, কষ্টগুলো বেশি তীব্র, আর পুরস্কারও অন্যদের চাইতে বেশি।স্থান বানিয়ে না নেয়, যে ভুলটা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা করেছে।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেন, সেটি হলো সালাহ। রাসূলুল্লাহ বলেন, সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হও। তিনি মুসলিমদের দাসদের প্রতি যত্নশীল হওয়ারও উপদেশ দেন। উপদেশ দেন নারীদের ব্যাপারে, যেন তাদের ওপর অবিচার করা না হয়। আর জিহাদের ব্যাপারে বলেন,

'মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই অপদস্থ হবে।'

মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু ইশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে তিনি কোনোভাবেই উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, আবু বকর যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আইশা চাচ্ছিলেন না তার বাবা আবু বকর সালাতে নেতৃত্ব দিক। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা তো খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভয় পাচ্ছি উনি যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে হয়তো উনার পক্ষে ইমামতি করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ আবার বললেন, 'আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।' আইশা আবারও একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার। এরপর রাসূলুল্লাহ বলেন, 'তোমরা নারীরা হলে ইউসুফের নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।'

আইশা বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ অসুস্থ বোধ করতেন, তখন মুআউয়্যিযাত (সূরা নাস, সূরা ফালাক) পরে নিজের হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে মুছে নিতেন। কিন্তু এবার রাসূলুল্লাহ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে নিজ হাতে সেটা করতে পারছিলেন না, তাই আইশা সূরাগুলো পড়ে রাসূলুল্লাহর হাতে ফুঁ দিতেন এবং তাঁর হাতজীবনদায়কে অসুলুল্লহ ও ৪০১

দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতেন, কেননা রাসূলুল্লাহর হাত আইশার ও হাতের চেয়ে বেশি বরকতময়। 118

উসামা ইবন যাইদের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল মদীনার বাইরে জুরফে। রাসূলুল্লাহ ও খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে উসামা ইবন যাইদ এ তাঁকে দেখতে মদীনায় আসলেন। রাসূলুল্লাহ তখন এতটাই অসুস্থ যে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। উসামা ইবন যাইদ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ তাঁর হাত উঠিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ আমার জন্য দুআ করছেন।' কী যন্ত্রণা আর কষ্টের মাঝেও রাসূলুল্লাহ উসামা ইবন যাইদের জন্য দুআ করছিলেন। এতে বোঝা যায় উসামার জন্য রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা কত প্রবল ছিল।

মৃত্যুর দু'দিন আগে রাসূলুল্লাহ কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন। দুইজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সে সময় সালাতে ইমামতি করাচ্ছিলেন আবু বকর। রাসূলুল্লাহকে ও দেখতে পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ও তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ আবু বকরের পাশে গিয়ে বসলেন। আবু বকর তখন সালাতে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করলেন আর বাকিরা আবু বকরের অনুসরণ করে সালাত আদায় করলো।
[সহীহ বুখারী, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস৫০]

উম্মাহর জীবনে বিষাদময় দিন

সেই দিনটি ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল ও সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে। তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।তিনি মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম। আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায়,
'আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।'

তথ্যসূত্র:
118 সহীহ বুখারি, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস ৫০।
119 সহীহ বুখারি, অধ্যায় আজান, হাদীস ৭৭।
৪০২/ সীরাহ শেষ অংশ

অন্য বর্ণনায় এসেছে,
'তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদ!

আবু বকর রাসুলুল্লাহকে ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই সালাত আদায় করে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।**রাসূলুল্লাহ তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত।** এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।রাসূলুল্লাহকে দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা ভাবলেন রাসূলুল্লাহর শারীরিক অবস্থার হয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকর অনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল মদীনার কিছু দূরে।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর শেষ সালাহ। আইশার ভাই আবদুর রহমান তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহও সেই মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বলাও তখন কষ্টকর। আইশা তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ

মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এটা চান?' রাসূলুল্লাহ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই। আইশা তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে এগিয়ে দিলেন। আইশা বলেন, তিনি এমনভাবে মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন, 'বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে।' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন বললেন, 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা।'

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল শুয়ে ছিলেন আইশার পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। কোলে মাথা রেখে। পানি 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনে ছিলেন সমগ্র মানবজাতি

শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার এক আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের
সাথে,যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।

হে আল্লাহা আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার ওপর রহম করো আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসুল ও তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,
ফীর-রফিকুল আ'লা।
ফীর-রফিকুল আ'লা!
ফীর-রফিকুল আলা।

রাসুলুল্লাহর ও চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ও ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা ওয়ালহিকনী বির- রফিকিল আ'লা আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসুলুল্লাহর ও মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বুকের মাঝে আগলে রাখা মানুষটাকে। ভয়ে-কষ্টে-বিপদে-দ্বন্দে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত, যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

সাহাবিরা এই খবর মেনে নিতে পারলেন না। সবাই খুব বড়সড় একটা ধাক্কা খেলেন। কারো মাথা আর কাজ করছে না। কেউ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ নির্বাক হয়ে বসে পড়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো শক্তিটুকুও যেন আর নেই। কেউ কেউ তো রীতিমতো অবিশ্বাস করলেন। উমার ইবন খাত্তাব কোনোভাবেই মানতে পারলেন না রাসূলুল্লাহ তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মসজিদের দিকে ছুটে গেলেন, উমারের পিছু পিছু সবাই মসজিদের দিকে ছুটলো। চারদিকে হাহাকার, হৃদয়গুলো ক্ষত-বিক্ষত, আজ মদীনার বাতাস ভারী হয়ে আছে কান্নায়। রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর সংবাদ মেনে নেওয়া সাহাবিদের জন্য কতটা কঠিন ছিল সেটা আমরা কখনো অনুভব করতে পারবো না, কারণ রাসূলুল্লাহর প্রতি আমাদের সেই পরিমাণ ভালোবাসাই নেই। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর সাথে বছরের পর বছর থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন ও তাদের সব, সবকিছু। তাদের নেতা, তাদের পরামর্শদাতা, তাদের শিক্ষক, তাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু, তাদের রাসূল!

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এর পরলোক গমন

খোলাফায় রাশেদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) যিনি নবীজি (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম সহচর।হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) যখন অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হল,তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) নিকটে ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যু আগমনে এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:__

“জীবনের শপথ, এই পার্থিব জীবন নিশার স্বপন ব্যতীত আর কিছু নয় ধনবল, জনবল সব কিছু বৃথা যখন মৃত্যু-সমন উপস্থিত হয়।’

মৃত্যু পথযাত্রী হযরত আবুবকর (রাঃ) স্বীয় মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, মা ও কথা বলনা। বরং মৃত্যু যন্ত্রণা সত্য সত্য উপস্থিত হয়েছে,এ থেকে তোমাকে সতর্ক করা হয়েছে। আমার এই বস্ত্র দুখানা দেখ, এ দুখানা পরিষ্কার করে নিয়ে এর দ্বারাই আমার কাফনের ব্যবস্থা কর। কেননা মৃতের চেয়ে জীবিত লোকেরই নতুন বস্ত্রের অধিক প্রয়োজন।
হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিম্নোক্ত পংক্তি দুটোও আবৃত্তি করলেন,

সৌম্য প্রশান্ত, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল
আর বারিধারা ধৌত সুন্দর চেহারা এরই কাছে নিত আশ্রয় অনাথিনী নারী,
ইয়াতিম, দুঃস্থ ও অভাব পীড়িত যারা।

কন্যা আয়েশা (রাঃ)-এর মুখে এরূপ প্রশস্তি শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, মা! তুমি যা বললে এই সবই তোমার আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর গুণ। লোকজন এসে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইল।খলীফা! আমরা আপনার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকব কি? তিনি বললেন, আমার প্রকৃত চিকিৎসক আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে কি বলেছেন জান কি? তিনি বলেছেন: "ইন্নী ফাআ্যালুল্ লিমা ইয়ুরীদ" অর্থাৎ আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই করি। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দেখতে এসে বললেন, হে খলীফা! আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, **নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেবেন। তন্মধ্যে যা তোমাদের প্রয়োজন, তা-ই তোমরা গ্রহন করবে। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। তোমরা আল্লাহর জিম্মাকে সামান্য মনে করো না, যদি তা-ই মনে কর, ত তোমাদের মুখমণ্ডলের উপর তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।**

হযরত উমর (রাঃ)-এর শাহাদাত প্রাপ্তি

হযরত আমর ইবনে সাইমুন (রাঃ) বলেছেন, যে প্রাতে হযরত ওমর (রাঃ)- কে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, আমি তখন তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর ও আমার নিকটবর্তী ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দুই সারির মধ্যে যাতায়াত করতেন। কোন ফাঁক দেখলে তিনি বলতেন, কাতার ঠিক করে নাও। যে পর্যন্ত না কাতার ঠিক হতো তিনি ঐরূপ করতে থাকতেন। কাতার ঠিক হয়ে গেলে তিনি অগ্রসর হয়ে তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন। অনেক সময়ই তিনি সূরা ইউসূফ বা সূরা নহল বা এইরূপ অন্য কোন সূরা প্রথম রাকায়াতে পড়তেন এবং লোকজন এসে নামাযে যোগদান করতেন। ঘটনার দিন যেই তিনি তাকবীর উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম, তিনি বলে উঠলেন, আমাকে কুকুর হত্যা করেছে বা ভক্ষণ করেছে। তখন আবু লুলু তাঁকে দোধারী ছুরি দ্বারা আঘাত করেছিল। আঘাত করার পর সে ছুরি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। সে যার নিকট দিয়েই যাচ্ছিল, তাকেই ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিলো। এমনকি সে এভাবে তেরোজন লোককে ছুরিকাঘাত করে পলায়ন করেছিল। এদেরমধ্যে নয়জন বা সাতজন প্রাণ ত্যাগ

করেছিল। তারপর আর একজন মুসলমাননের নিকট দিয়ে যাওযার সময় সে একটি মোটা কম্বল আবু লুলুর শরীরের উপর ফেলে দিল এবং সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্বলসহ তাকে জড়িয়ে ধরল। আবু লুলু ধরা পড়ে গেল বুঝতে পেরে দ্রুত আত্মহত্যা করল। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর নিকটবর্তী আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমামতীর জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। যারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকটবর্তী প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ছিল, তারা আমি যা দেখেছি তা-ই দেখেছিল।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) নামায সংক্ষেপ করলেন, নামাযান্তে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে ইবনে আব্বাস। দেখতো কে আমাকে আঘাত করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘুরে জেনে এসে বললেন, মুগীরাহ ইবনে শো'বার গোলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। তবে তার প্রতি দয়া দেখাবার জন্য আদেশ করা হল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার মৃত্যু কোন মুসলমানের দ্বারা সংঘটিত করেননি। তুমি এবং তোমার পিতা চাচ্ছেন যে, মদীনায় অধিক কাফিরলোক আসতে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর এরূপ অনেক কাফির গোলাম ছিল। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমীরুল মুমীনীন! যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আমি সব গোলাম হত্যা করে ফেলব, আর যদি অন্য ব্যবস্থা করতে বলেন, তাই করব। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের হজ্জ করার পর তাদেরকে হত্যা করো না।

আহত হযরত উমর (রাঃ)-কে ধরাধরি করে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়া হল। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। এই ঘটনার পূর্বে এই প্রকার ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। তাই তখন থেকে প্রায় প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আমার ভারি ভয় হয় কি জানি কখন কি ঘটে। আবার কেউ কেউ

একথাও বলত যে, ভয়ের কিছু নেই। কিছু নবিজ আনা হলে তিনি তা' পান করলেন, কিন্তু তা' উদর থেকে বের হয়ে গেল, তারপর দুগ্ধ আনা হলে তিনি তা' পান করলেন। কিন্তু তাও উদর থেকে বের হয়ে গেল। তখন সবাই বুঝতে পারল যে, তাঁর আর বাঁচবার আশা নেই। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। লোকজন এসে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। এক যুবক এসে বলল,হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর নিকট থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন,আপনি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন এবং প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।তা' আপনি জানেন, তারপর আপনি খেলাফত লাভ করে সুবিচার করেছেন এবং সুবিচার করেই শাহাদাত বরণ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তো মনে করেছিলাম ঐ আঘাতই আমার জন্য যথেষ্ট হবে, এখন দেখছি তা' তো এদিকও নয় ওদিকও নয়। অতঃপর যখন যুবকটি বিদায় হয়ে চলে যাচ্ছিল, হযরত উমর (রাঃ) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট নিয়ে এস। সে তাঁর নিকটে আসলে হযরত উমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার পায়জামা একটু উপরে উঠিয়ে নাও। তা' তোমার বস্ত্র রক্ষা পাওয়ার অনুকূল হবে এবং মনে প্রভুর ভয় অধিক হবে। তারপর তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)- **কে বললেন, হে আবদুল্লাহ! আমার ঋণ কত আছে হিসাব করে দেখ। হিসাবান্তে দেখা গেল হযরত ওমর (রাঃ) তখন কম-বেশি ছিআশি হাজার দেরহাম ঋণ আছেন।**

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যদি আমার পরিবার-পরিজনের সম্পত্তির মূল্য ঐ পরিমাণ হয়, তবে তদ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে, আর যদি তা' না হয়, তবে বনু আদী ইবনে কা'বের সন্তানগণ থেকে চেয়ে নিবে। যদি তাদের ধনেও ঋণ পরিশোধ না হয়, কুরায়েশদের নিকট থেকে তা' পরিশোধ করবে। কুরায়েশ ব্যতীত অন্য কারও নিকট চাইবে না। আমার পক্ষ থেকে তা' পরিশোধ করে দিয়ো। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, ওমর আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন বলবে না। কেননা অদ্য আমি মু'মিনগণের জন্য আমীর নই। আরও তাঁকে বলবে, ওমর ইবনে খাত্তাব তার দুই বন্ধুর নিকট থাকতে আপনার অনুমতি চেয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই প্রস্তাব শুনে বললেন, তা' তো আমি আমার জন্য ইচ্ছা করে রেখেছিলাম। তবে সে যাক অদ্য আমি আমার ইচ্ছার চেয়ে তার ইচ্ছাকে অগ্রগণ্য করব। এই কথা বলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)- এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সম্মতি দিয়ে দিলেন। যখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, লোকগণ বলল, এই যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) এসেছেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা আমাকে ধরে উঠাও। এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে উঠাল। তিনি উঠে বসেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ! তুমি কি সংবাদ নিয়ে এসেছ? তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কোন বস্তুই আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তোমরা আমাকে বহন করে তাঁর খেদমতে যাবে। তারপর তাকে সালাম জানিয়ে বলবে, ওমর অনুমতি চাচ্ছে।

যদি তিনি অনুমতি দেন, আমাকে তথায় কবরে রাখবে। আর যদি অনুমতি না দেন, তবে আমাকে অন্যান্য মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফছা (রাঃ) মৃত্যুপথাত্রী পিতার নিকট আগমন

করলে স্ত্রীলোকগণ তাঁকে পর্দায় ঢেকে রাখল। আমরা পুরুষগণ তখন সেখান থেকে উঠে গেলাম। অতঃপর তিনি পিতার নিকটে গেলেন এবং এক ঘণ্টা পর্যন্ত রোদন করলেন। লোকজন হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি পিতার নিকট থেকে উঠে অন্দরে চলে গেলেন। অন্দর মহল থেকেও তাঁর রোদনের শব্দ আমাদের কানে আসল। লোকগণ বলল, আমীরুল মু'মিনীন! অছিয়ত করুন এবং আপনার পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যাপারের জন্য আমি এমন একজন লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলে মনে করি, যাদের উপর হুযুরে পাক (সাঃ) মৃত্যুকালে সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা হলেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত জোবায়ের (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। আমার পুত্র আবদুল্লাহ তোমাদের সাথে উপস্থিত থাকবে, যদি সা'দ খেলাফত পায় উত্তম, নতুবা যে ব্যক্তিই আমীর নির্বাচিত হয়, তার নিকট সাহায্য প্রার্থী হবে। যে আমার পরে খলীফা হবে তাকে আমি এই অছিয়ত করছি, তিনি যেন প্রাথমিক মুহাজিরদের মর্যাদা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করেন। আমি অছিয়ত করছি, তিনি যেন আনছারদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁরা তাদেরকে এবং ঈমানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি যেন তাঁদের সৎকার্য গ্রহণ করেন এবং তাদের দোষ- ত্রুটি ক্ষমা করেন। আমি তাকে এই অছিয়ত করছি, তিনি যেন নগরবাসীদের কল্যাণ এবং মঙ্গল কামনা করেন। কেননাতারা ইসলামের রক্ষাকারী, ধন সঞ্চয়কারী, শত্রুর প্রতি আক্রমণকারী। তিনি যেন তাদের সম্মতি না নিয়ে তাদের অতিরিক্ত ধন আদায় না করেন। আমি তাঁকে এই অছিয়ত করছি যে, তিনি যেন সমগ্র আরববাসীর সাথে উত্তম ব্যবহার করেন, কেননা তারা আদিম আরববাসী এবং ইসলামের মূল। তিনি যেন তাদের অতিরিক্ত ধন ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে তাদের মধ্যে দরিদ্রদেরকে বণ্টন করে দেন। আমি তাঁকে এই অছিয়ত করে যাচ্ছি যে, তিনি যেন আল্লাহর আমানত ও রাসূলের আমানতকে পূর্ণ করেন। তারা যিম্মিদেরকে যে স্বত্ব দিয়েছেন, তা' যেন পূর্ণ করেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন তাদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করেন এবং তাদের সাধ্যের অতীত কোন কষ্ট না দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যু হল, আমরা তাঁকে নিয়ে পদব্রেজে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট চললাম। তথায়

পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সালাম দিয়ে বললেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) অনুমতি চাইছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা তাকে তাঁর দুই বন্ধুর সাথে এই স্থানে দাফন কর। হুযুরে পাক (সাঃ) বলো ওমরের মৃত্যুর পর ইসলাম রোদন করবে। হযরত আবদুল্লাহ ই

আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ওমর (রাঃ) চারপায়ীর উপর রাখা হল, লোকজন চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধর তারা তাঁর জন্য নামায পড়তেছিল, দোয়া করতেছিল

হানজালা ইবন আবী 'আমির (রা) এর শহীদি মৃত্যু

নাম হানজালা, লকব বা উপাধি 'গাসীলুল মালায়িকা' ও তাকী। মদীনার আউস গোত্রের 'আমর ইবন' আউফ শাখার সন্তান।
এদিকে রাসূলে কারীম সা. নবুওয়াত লাভ করেন এবং মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতে আবু 'আমির ও 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই উভয়ের নেতৃত্বে ভাটা পড়ে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাই মুনাফিকী (দ্বিমুখী) নীতি অবলম্বন করে মদীনাতেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু আবূ 'আমির ততখানি ধৈর্যধরণ করতে পারেননি। তিনি মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণে আসেন। একারণে হযরত রাসূলে কারীম সা. তাঁকে 'ফাসিক' নামে অভিহিত করেন।

যুদ্ধ শেষে তিনি মক্কায় ফিরে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। হিজরী অষ্টম সনে মুসলমানদের দ্বারা মক্কা বিজিত হলে আল্লাহর যমীন তাঁর জন্য আবার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি মক্কা ছেড়ে রোমান সম্রাট হিরাকলের দরবারে পৌঁছেন এবং সেখানেই হিজরী দশ সনে মারা যান।

এই তো ছিল আবূ 'আমিরের কুফরী বা অবিশ্বাসের চরম অবস্থা। অপর দিকে তাঁর ছেলে হযরত হানজালার ঈমানী মজবুতীর চরম অবস্থাও লক্ষ্যণীয়। তিনি ইসলাম কবুল করে আবেদন জানানঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নির্দেশ দিলে আমি আমার পিতা আবূ 'আমিরকে হত্যা করতাম।

হযরত হানজালা (র:) উহুদ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তাঁর ইসলামী জীবনের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।
তিনি স্ত্রী উপগত হয়ে ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় ঘোষকের কণ্ঠ কানে গেল,'এক্ষুনি জিহাদে বের হতে হবে।' জিহাদের ডাক শুনে 'তাহারাতের' (পবিত্রতা) গোসলের কথা ভুলে গেলেন। সেই অশুচি অবস্থায় কোষমুক্ত তরবারি হাতে উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। তিনি কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান ইবন হারবের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাকে কাবু করে তরবারির আঘাত করবেন, ঠিক সেই সময় নিকট থেকে শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ আল-

লায়সী দেখে ফেলে এবং দ্রুত হানজালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির এক আঘাতে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

হযরত হানজাল(রা:) নাপাক অবস্থায় শহীদ হন। শাহাদাতের পর ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দেয়। তাই দেখে হযরত রাসূলে কারীম সা. সাহাবীদের বললেন, তোমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস কর তো ব্যাপার কি? হিশাম ইবন 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল সা. হানজালার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

স্ত্রী বললেনঃ হানজালা নাপাক ছিল। আমি তাঁর মাথার একাংশ মাত্র ধুয়েছি, এমন সময় জিহাদের ডাক তাঁর কানে গেল। গোসল অসম্পূর্ণ রেখেই সেই অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। একথা শুনে রাসূল সা. বললেন," **এই জন্য আমি ফিরিশতাদেরকে তাঁকে গোসল দিতে দেখেছি"।**

(আল-ইসতীয়াবঃ আল-ইসাবার টীকা- ১/২৮১; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৫৪৪)

আর এখান থেকেই 'গাসীলুল মালায়িকা' (ফিরিশতাকুল কর্তৃক গোসলকৃত)উপাধিতে ভূষি হন।

লাল পিঁপড়ায় ঢাকা মৃত দেহ

শায়েখ আব্বাসি (রাহি:) কাছে একজন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে দেওয়ার জন্য ফোন আসে।ফোন করেছিলো মৃত ব্যক্তির ছেলে।শায়েখ সেখানে যান এবং একটি বিশাল বাড়ি দেখতে পান।বাড়িটিকে বাড়ি না বলে ক্যাসেল বা দূর্গ বলা যায়।সামনে বড় বাগান এবং তারপর বাড়িটির মেইন দরজা তাও বিশাল।ঢুকতেই মৃত ব্যক্তির ছেলে শায়েখকে বলেন," আপনি এসে পড়েছেন?সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, এরপরের ঘরে চলে যান, সেখানে রাখা আছে লাশ"।তার এরকম কথা শুনে শায়েখ একটু কষ্ট পান,ছেলেটি আবার বললো,আপনি নিজে যেতে পারবেন,কাজের লোক এসে দিয়ে আসবে?? নূন্যতম ভদ্রতাও তার কথায় ছিলো না।শায়েখ বলেন,দেখুন আমি আপনার চাকর নয়,আমি আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য এখানে এসেছি এই বলে শায়েখ নিজেই গেলেন।পুরো ঘরে বিন্দুমাত্র কোথাও বালি কণাও নেই,ঘরটি এতো সুন্দর যে টাইলসের দিকে তাকালো নিজের চেহারা দেখা যায়।রুমে গিয়ে দেখেন বিশাল এক রুমে কাপড় দিয়ে ঢেকে লাশটি রাখা হয়েছে।সাথে কয়েকজন কাজের লোকও ছিলো সেখানে।পরিবারের কেউই ছিলো না।শায়েখ মৃতের মুখের অংশ থেকে কাপড় সরাতেই দেখেন মৃতের মুখে,চোখে,নাকের ভেতর এমনকি মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর লাল পিঁপড়ায় ঢাকা।তিনি এই দৃশ্য দেখে তিনি দূরে এসে দাঁড়ালেন। সাধারণত যে লাল পিঁপড়া গুলো মানুষকে কামড়ালে ব্যাথা অনুভূত হয় সে পিঁপড়াগুলোয় মৃতকে কামড়াচ্ছিলো।আশেপাশে মৃতের পরিবারের কেউকে পাশে দেখতে না পাওয়ায় শায়েখ কেউকে কিছু জিগ্যাসা করতে পারলেননা।তিনি অন্য একজন শায়েখকে ফোন দিয়ে সব বলেন, এবং তিনিও হতবাক হয়ে যান।ফিকহের কিতাবে আগুনে পোড়া মৃত দেহ এবং বিভিন্ন মৃতদের কিভাবে গোসল দিতে হবে তা বলা আছে।কিন্তি এরকম ঘটনা তারা ১ম বার দেখছেন।তাই তিনি সাহায্য না পেয়ে ভাবতে লাগলেন।রুমের পাশে একটি বাথরুম ছিলো এবং সেখানে একটি বাথটাব ছিলো।শায়েখ কাজের লোকদের সাহায্য মৃত দেহকে বাথটাবে নিয়ে যান,নাকে এবং কানে তুলো দিয়ে দেন।অত:পর বাথটাবে পানি ছেড়ে দেন।সব পিঁপড়া চলে গেলে তিনি মৃত দেহের গোসলের কাজ সম্পন্ন করেন।শায়েখ বলেন সেদিন আমি কিভাবে মৃতকে গোসল দিয়েছি আমি জানিনা,আল্লাহ আমাকে গাইড করেছেন।সবখানে এতো পরিষ্কার ছিলো পিঁপড়া আসার কোনো কারণ ছিলো না।

অত:পর তিনি গাড়ির কাছে আসলে মৃতের নাতি শায়েখকে ড্রাইভ করে দিয়ে আসতে চান এবং শায়েখ অনুমতি দেন।ছেলেটি বলে যিনি মারা গেছেন তিনি আমার দাদা।শায়েখ জিগ্যেস করেন তার দেহের এ অবস্থা কেনো।ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, আমরা সবাই জানি তার দেহের অবস্থা সম্পর্কে, সকলেই জানি।শায়েখ আবারো জিগ্যেস করেন এর কারণ কি?? ছেলেটি বলে,আমার দাদা তার মায়ের সাথে খুবই খারাপ বয়বহার করতেন।পরিবারের কারো কথা শুনতেনা।যতোভাবো আঘাত করা সম্ভব তিনি তার মাকে

করতেন।চর,থাপ্পর,লাথি।এমনভাবে তিনি মারতেন যে দাদর মায়ের শরীরে কালো দাগ হয়ে যেতো হাতে,পিঠে,চোখে,মুখে।এগুলো চলতেই থাকতো।আমার আব্বা সহ্য করতে না পেরে তার দাদি, মানে আমার দাদর মা কে নিয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে যেতেন।কিন্তু দাদার মা পুলিশকে কিছুই বলতেননা,বলতেন পরে গিয়ে এগুলো হয়েছে।মৃত ব্যক্তির বাকি ছেলেরাও কিছু করতে পারতেননা যেহেতু বাবা ছিলো তাদের।আর বার বার পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়েও করতে পারতো না কারণ আব্বুর দাদি কিছুই বলতেননা।এমন হয়ে গিয়েছিলো পুলিশরাও জানতো এ বাড়ীতে কি ঘটে কিন্তু জবানবন্দির অভাবে রিপোর্ট নিতে পারতো না।এগুলো প্রতি সপ্তাহে ২ বার মাসে বার বার ঘটতো।

-আলেমরা বলেন পিতমাতার সাথে খারাপ ব্যবহারের পরিণতি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়।এই লোক মৃত্যুর সময় পাশে কেউকে পাইনি।তার পরিবার থাকার পরেও তার দাফন,কাফনে কেউ ছিলো না।মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করা হলে জীবিত ব্যক্তির মতোই আঘাত পাই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙার মতোই (পাপসম)।"

(সুনান আবু দাউদ: ৩২০৭, ইবন মাজাহ: ১৬১৬)

সেখানে ভাবুন এই মৃত ব্যক্তির দেহে লাল পিঁপড়া পুরো শরীরে,নাকে,নাকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

অন্য একটি ঘটনা,একজন লোক মৃত্যবরণ করার সময় কালিমা পড়তে পারছিলেননা,তার জবানে কালিমা আসছিলোনা।তারা একজন আলেমের সাথে পরামর্শ করলে আলেম জানান তার পিতামাতা জীবিত ই তার পিতামাতা ক্ষমা করে দিলে সেই ব্যক্তি কালিমা পাঠ করতে সক্ষম হোন।

আমাদের সকলের উচিত পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।না হয় এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

দাফনের কাপড়ের জন্য চাঁদা তুলার সে ঘটনা

একটি মাহফিলে যুলফিকার নকশবন্দী রা: আলোচনা করেন-

ও বন্ধু, তোমার কি হুঁশ আছে,তোমার কাফনের কাপড়টি হয়তো বাজারে চলেই এসেছে।মানুষহয়তো ব্যস্ত থাকে বিবাহ কার্যক্রমে।কিন্তু তার খবর থাকেনা বাজারে তার কাফনের কাপড় চলে এসেছে।এক লোককে শত্রুরা হত্যা করল অত:পর মহলের ভেতর ফেলে রাখলো।কয়েকদিন তার মৃত দেহ মহলের ভেতর ছিলো এবং ফুলে গেলো।এমনভাবে ফুলে গেলো যখন তাকে বের করা হলো।শনাক্ত করা যাচ্ছিলো, এই লাশটি কোন ব্যক্তির।চেনাও যাচ্ছিলো না,কোন শহরের তাও অজানা।পুলিশের কাজ শেষ করার পর,নিকটস্থ মসজিদের ইমামকে তারা বললো ভাই,লোকটাতো (মনে হয়) মুসলমান কষ্ট করে তার দাফন কাফন করে দিন।আমাদেরতো তার ওয়ারিশ সম্পর্কে কিছু জানা নেই,ইমাম সাহেব বললেন,ভাই আমিতো গোসল করিয়ে দিবো কিন্তু আমার কাছে কাফনের টাকা নেই।কাফনের কাপড় দিলে ভালো হয়।সে এলাকায় খাওয়ার জন্য রসদতো ছিলো কিন্তু খরচ করার মতো টাকা ছিলো না।ক্যাশ টাকা থাকতো না।তারা বললো, মাওলানা মসজিদে এলান করে দিন।এলাকায় ঘোষনা করা হলো,একটি বেওয়ারিশ লাশ আছে,কাফন কিনতে হবে আপনারা চাঁদা দিন।কেউ ৫টাকা দিলো,কেউ ১০টাকা দিলো।আধাঘন্টা ঘোষনা করতে হলো বেওয়ারিশ লাশ,বেওয়ারিশ লাশ চাঁদা দিন।তারপর টাকার ব্যবস্থা হলো।এবং কাফনের ব্যবস্থা হলো।অত:পর তাকে কাফর পড়িয়ে,জানাযা পড়ে কবর দেওয়া হলো।পুলিশ তার ওয়ারিশদের খোঁজ করার কাজ করছিলো।৩মাস পর জানা গেলো, লোকটি তার এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলো।তার ৪বিঘা জমি ছিলো যেখানে ফলমূল ভরপুর ছিলো।কোটিপতি ছিলেন তিনি,ব্যাংকেও কোটি কোটি টাকা ছিলো।তার ৪জন তাগড়া যুবক ছিলো।৪জন ছেলে ছিলো,সম্পদের মালিক ছিলো,ব্যাংকে কতো টাকারই না মালিক ছিলো।কিন্তু তার জানা ছিলো না যে,যখন সে মারা যাবে তখন তার কাফনের কাপড় কেনার জন্য আধাঘন্টা ধরে চাঁদা তুলতে হবে।

"নিজের ওয়ারিশদের নিয়ে অহংকার করোনা,কখনো কখনো আল্লাহ বান্দার তাকদীরে বেওয়ারিশ অবস্থায় মৃত্যু লিখে রাখেন।না জানি কি অবস্থায় কার মৃত্যু আসে।

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে এমনভাবে জীবনযাপন করো যেনো তুমি মুসাফির নয়তো বিদেশি।

যারা বিদেশি তাদের অন্তরে সবসময় এই খেয়াল থাকে যে আমাকে ফেরত যেতে হবে।আমরা সকলে বিদেশি এখানে।প্রতি মূহুর্তে এই চিন্তা জাগরুক থাকা উচিত যে আমাদের নিজেদের আসল বাড়ি জান্নাতে,এবং সেখানে ফেরত যেতে হবে

ইমাম গাযালী(رحمه الله)দেওয়া মৃত্যু সম্পর্কিত সেই উপদেশ

একবার এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো, একটি সিংহ তাকে তাড়া করছে।
সিংহটি তাকে তাড়া করতে করতে একটি জঙ্গলে নিয়ে গেল। লোকটি ছুটতে ছুটতে একটি কুয়ার মধ্যে পড়ল। কুয়ার মধ্যে রশি ধরে ঝুলে রইল লোকটি।কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সে লক্ষ করল যে, রশিডটি কাটতে দুটি ইঁদুর কাজ করছে—একটি কালো ইঁদুর এবং একটি সাদা ইঁদুর। ইঁদুর দুটি শেকড়টি আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করল, আর লোকটি জানল, এটি ছিঁড়ে গেলে সে সরাসরি সাপের মুখে পড়বে।
এমন দুঃসহ অবস্থায় যখন লোকটি ভয়ে কাঁপছিল, তখন তার চোখে পড়ল, কূপের উপরে একটি মৌচাক ঝুলছে। মৌচাক থেকে কয়েক ফোঁটা মধু শেকড়ের ওপর পড়ছে।

লোকটি মধুর কয়েক ফোঁটা চেটে খেতে শুরু করল। মধু এতটাই সুস্বাদু ছিল যে, সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য সে সিংহের হুমকি, ইঁদুরের শেকড় কাটার কাজ, এমনকি সাপের উপস্থিতি সব ভুলে গেল। ওদিকে ইঁদুর দুটির রশি কাটা শেষ! রশি ছিঁড়ে লোকটা নিচের দিকে পড়তে লাগল! বিরাট চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল।

এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য ছুটে গেল একজন আলেমের কাছে যান।তিনি আলেমকে স্বপ্নের কথা সব বলেন।আলেম তখন তাকে বলেন-
সিংহ হলো মৃত্যু, যা অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু প্রতিটি মানুষের পেছনে ধেয়ে আসছে, এবং কেউ এর থেকে রেহাই পাবে না

কূপ হলো দুনিয়া, আর তার গভীরে থাকা সাপ হলো কবর বা আখিরাতে মানুষের জন্য অপেক্ষা করা শাস্তি বা বিচার।
রশিটি মানুষের জীবনের সময় নির্দেশ করে, যা সে ধরে আছে। এটি মানুষের জীবনের সীমাবদ্ধ সময়।

কালো ও সাদা ইঁদুর দুটি হলো দিন ও রাত। দিন ও রাত একে অপরের পর আসে এবং জীবনের সময়কে ক্রমাগত ক্ষয় করে
মধু হলো দুনিয়ার সাময়িক সুখ, লোভ, এবং মোহ। এই সামান্য আনন্দ মানুষকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, সে তার মৃত্যুর বাস্তবতা এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির কথা ভুলে যায়।

ইমাম গাযালি(রাহি:) কিছু উপদেশ

১) **দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি:**
দুনিয়ার সামান্য সুখের জন্য মানুষ অনেক সময় তার আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়। দুনিয়ার মধুর মতো মিষ্টি বস্তু (সুখ, সম্পদ, খ্যাতি) আমাদের প্রকৃত গন্তব্য ভুলিয়ে দেয়।

২)**মৃত্যুর অনিবার্য:**
আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, এবং আমাদের সময় (শেকড়) ক্রমাগত ফুরিয়ে আসছে।

৩) **আখিরাতের প্রস্তুতি:**
আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য দুনিয়ার সুখ ভোগ করা নয়, বরং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৪) **সময় ও জীবনের মূল্যায়ন:**

দিন ও রাত (ইঁদুর) একে অপরকে ধ্বংস করছে এবং আমাদের জীবনের সময়কে ফুরিয়ে আনছে। তাই আমাদের সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে
ইমাম গাজালির এই গল্প আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ করতে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করে। দুনিয়া সুন্দর হলেও এটি ক্ষণস্থায়ী। তাই আমাদের উচিত দুনিয়ার মোহে আটকে না থেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা এবং আখিরাতের জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।এই গল্পটি কেবল একটি শিক্ষণীয় কাহিনী নয়, বরং এটি আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

ইমানি মৃত্যুর লক্ষণ

১)মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠ করতে পারা।

রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন,"যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লহ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে"

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে তৌফিক দিবেন তারাই সে সময়ে কালেমা পড়তে পারবে।

২)নেক আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা

রাসলূল্লাহ (স:) বলেছন,যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবেএবং যে ব্যক্তি সাদকা করলো এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সেও জান্নাতে প্রবেশ করলো।অন্য হাদিসে এসেছে,সাইয়িদ ইবনে মানসুর বর্ননা করেন,রাসুলুল্লাহ (স:)কাছে জিগ্যাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কি?জবাবে তিনি বলেছেন-"তোমার মৃত্যুর দিনে,তোমার জিহ্বা আল্লাহর জিকরে সজীব থাকা"

৩)মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বের হওয়া।রাসূল (স:) বলেছেন মুমিন ব্যক্তি কপালে ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৪)জুমার দিনে বা রাতে ইন্তেকাল করা।

রাসূল(স:) বলেছেন,যে ব্যক্তি জুমার দিনে বা জুমার রাতে ইন্তেকাল করে সে কবরে আজাদ হতে নাজাদ পেলো।

৫)আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।(শহীদ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

শহীদি মৃত্যু ও শহীদদের পুরস্কার

শহীদ শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্যদাতা। ইসলামে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে বা নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাকে শহীদ বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে শহীদ।"
(সহীহ বুখারি: ২৮১৭, সহীহ মুসলিম:১

শহীদের মৃত্যু "মৃত্যু" নয়

আল্লাহ বলেন:
"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রিযিক দেওয়া হয়।"
(সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

শহীদের জন্য কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই আল্লাহ বলেন:"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বলো না যে, তারা মরে গেছে। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।"
(সূরা আল-বাকারা: ১৫৪

শহীদের মৃত্যু ব্যথাহীন

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "শহীদের জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা এমন, যেমন তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড় অনুভব করে।"
(তিরমিজি: ১৬৬৮)

শহীদদের প্রতি বিশেষ পুরস্কার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:
"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেব এবং তাদের জন্য তাদের পথ প্রদর্শন করব।"
(সূরা মুহাম্মাদ: ৩১)

আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গের প্রতিদানে আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন, জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তারপর হত্যা করে এবং নিহত হয়। এটি তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি।"
(সূরা আত-তাওবা: ১১১)

আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের কাজকর্ম বিনষ্ট করব না। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য পুরস্কার।"
(সূরা মুহাম্মাদ: ৪-৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "শহীদের কাছে আল্লাহ তাআলা ৭টি পুরস্কার রাখেন:

১. তার প্রথম রক্তক্ষরণের সাথে সাথে তার সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়,
২)জান্নাতে তার ঠিকানা কোথায় হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হবে
৩)কবরের আজাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে
৪)বিচার দিবসের মহা আতংক থেকে তাকে নিরাপদে রাখা হয়
৫)তাকে ইমানের কাপড় এবং ইমানের চাদর পড়িয়ে দেওয়া হয়
৬)জান্নাতের হুরদের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়
৭)এবং তার আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে ৭০জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে

(তিরমিজি: ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ: ২৭৯৯)

অন্য হাদিসে, তিরমিযির হাদিসে এসেছে,শহীদ ব্যক্তিকে ইয়াকুদ পাথরের মুকুট পড়িয়ে দেওয়া হবে,যার এক একটি মুক্তা হবে এই দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে থাকা প্রতিটি জিনিস হতে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ।একইভাবে যে ব্যক্তি মুসলিম দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তিও শহীদ।রসূল (স:)বলেছেন,
"একদিন একরাত সিমান্ত রক্ষা করা,এটি একমাস দিনে সিয়াম করা ও রাতে কিয়াম করা থেকে উত্তম"।
সিমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়,তাহলে সে জিবীত থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করতো সেগুলোর সওয়াব তারজন্য চালু থাকবে,তার রিজিকও চালু থাকবে এবং সে কবরের ফেতনা থেকে নিরাপদে থাকবে"__

সাধারণত কেউ মারা গেলে তার রিজিক,ও আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়,আর যদি সে উপকারি কিছু করে যায়,সাদকায়ে জারিয়া করে যায় তা থেকে তার আমলে সওয়াব যোগ হয়।যেমন কেউ উপকারি জ্ঞান রেখে গেলো, কেউ মসজিদ নির্মাণ করে গেলো।সেসব থেকে তার মৃত্যুর পরেও সওয়াব পেতে থাকবে।কিন্তু এই সওয়াব কিয়ামত অব্দি চালু পাবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।মসজিদ নাও থাকতে পারে,উপকারি ইলম বই নষ্ট হতে পারে।কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের সিমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত তার রিজিক,আমলনামা চালু থাকবপ এবং কবরের ফেতনা থেকেও রক্ষা পাবে।এবং এটি আরো স্পষ্ট করে বলা যায় এটি শুধুমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষীর জন্য,গনতান্ত্রিক বা স্যাকুলার রাস্ট্রের জন্য নয়।

অন্যান্য শহীদ যারা আল্লাহ থেকে পুরস্কার পাবে:

*****ধর্ম,নিজের দ্বীন,নিজের জান ও নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে কেউ মারা যায় সে **শহীদ**।

*রসূল্লাহ (স:)ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়াও ৭ প্রকার শাহাদাহ রয়েছে। এগুলো হলো
১)প্লেগ বা মহামারীতে মৃত ব্যক্তি
২)পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি
৩)ফুসফুসে রোগে মৃত ব্যক্তি
৪)পেটের পীড়ায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তি
৫)আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি
৬)ধ্বংস স্তূপের নিচে চাপা পড়ে বা,দেওয়া,ধ্বসে মৃত ব্যক্তি
৭)প্রসূতি অবস্থায় বা পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তি"
এই হাদিসের ব্যাখ্যায় **আলেমরা বলেন শাহদাতের ৩টি ধরন রয়েছে।**
১)দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়(আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া)
২)যাদেরকে দুনিয়াতে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হলেও আখিরাতে শহীদ হিসপবে গণ্য করা হবে না
৩)যাদেরকে দুনিয়াতে শহীদ হিসপবে গণ্য করা হয়না কিন্তু আখিরাতে তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে।(প্লেগ,আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া ইত্যাদী ৭রকমের শহীদ)

সুন্দর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

প্রতিটি মুসলিমের আকাঙ্ক্ষা যেন সে ঈমানসহ মরতে পারে। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন:

مَنْ كَانَ أُخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ -)ابو داود(

অর্থঃ "যে ব্যক্তির দুনিয়ার শেষ কথা হয়- লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উপরোক্ত কালিমা পড়ার মাধ্যমে যার মৃত্যু হয়, সে কতইনা সৌভাগ্যবান বান্দা। আমরাও সৌভাগ্যবান বান্দাদের মধ্যে শামিল হতে পারবো যদি কিছু আমল করি। সে আমল নতুন কোনো আমল নয়। নবীদের শিখানো প্রতিদিনের কাজ।

রাসূলে করীম (সা.) ঈমানী মৃত্যুর লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন:

"আল্লাহ পাক যখন কারও কল্যাণ চান, তখন তাকে দিয়ে কিছু কাজ করান। সাহাবায়ে কিরামগণ জানতে চাইলেন- কিভাবে তিনি কাজ করান? জবাবে নবীজি বললেন: আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলের তাওফীক দান করেন। হাদীসের মর্ম হলো- জীবনকে আল্লাহর দ্বীনের আলোকে গঠন করতে হবে।

নবীজি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের আগে গনিমত (সম্পদ) মনে করো-

১. যৌবনকে বার্ধক্যের আগে।

২. সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে।

৩. সচ্ছলতাকে অভাবের আগে।

৪. অবসরকে ব্যস্ততার আগে।

৫. জীবনকে মৃত্যুর আগে'

(মুস্তাদরিকে হাকিম : হাদিস ৭৮৪৬)।

তাই একজন মুমিন কীভাবে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তা আলোচনা করা হলো।

১. ঈমানকে বিশুদ্ধ করা: ঈমানকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই মুক্ত রাখা।ঈমানের দাবি লঙ্ঘন হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না

ঈমানের বিশুদ্ধতা মুমিনের জীবনের মূল ভিত্তি। আল্লাহ বলেন:

"যে নেক আমল করবে এবং সে ঈমানদার হবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তার ভালো কাজের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দেব।"

(সূরা নাহল: ৯৭)

সূরা হা-মীম-সাজদার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ .

অর্থঃ "নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, আর এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, আল্লাহ পাক তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতারা বলে, তোমাদের ভয় নেই, চিন্তা নেই, তোমরা আল্লাহ

তাওহিদে অটল থাকা

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রাখা এবং শিরক থেকে বিরত থাকা ইমানি মৃত্যুর প্রথম শর্ত।তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। এটি মুমিনের বিশ্বাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাওহীদের উপর অটল থাকা মানে আল্লাহর একত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদ শেষ কথা হিসেবে তাওহীদ বলা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(আবু দাউদ: ৩১১৬, মুসনাদ আহমদ: ২২৮৭)

তাওহীদের পুরস্কার:

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:

"হে মুআজ! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কী?"

মুআজ (রা.) বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সা.)-ই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন:

"বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো তাঁকে ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করা। আর আল্লাহর অধিকার হলো, যে বান্দা তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না।"

(সহীহ বুখারি: ৫৯৩৭, সহীহ মুসলিম: ৩০)

তাওহদীে অটল থাকার আরেকটি মূল কথা শিরক মুক্ত থাকা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে, সে জাহান্নামে যাবে।"

(সহীহ মুসলিম: ৯৩)

হারাম বর্জন করা ও হালাল গ্রহন

ইমানি মৃত্যু লাভ করার জন্য হারাম বর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।
আল্লাহ কুরআনে বলেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে সকল সংকট থেকে মুক্তির পথ দেখাবেন।"
(সূরা আত-তালাক: ২-৩)
হারাম বর্জন করা মানে আল্লাহর নির্দেশিত সীমারেখা মেনে চলা এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। ইসলামে হারাম কাজকে বড় পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, এবং এগুলো থেকে বেঁচে থাকা ইমানের পরিচায়ক।হালাল গ্রহন না করলে ইবাদত কবুল করা হয়না,এক্ষেত্রে আমল করলেও সুন্দর মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের জীবনের সফলতা আশা করা যায় না।কুরআনের দৃষ্টিতে হারাম বর্জন করার নির্দেশ হারাম কাজ পরিত্যাগের আদেশে
আল্লাহ বলেন:
"তোমরা তোমাদের মধ্যে পাপ এবং সীমালঙ্ঘনকারী কোনো কাজে পরস্পর সাহায্য করো না।"
(সূরা আল-মায়িদা: ২)
আল্লাহ বলেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে না, সে সফলকাম হবে।"
(সূরা আন-নিসা: ১৩)

রাসূল (সা.) বলেছেন- হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয়, আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্য সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতে বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি হারাম সম্পদ রেখে মারা যায়, তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। [মিশকাত]
এ হাদীসের আলোকে প্রমাণ হলো, হারাম পথে অর্জিত সম্পদ মৃত্যুর পূর্বেই মালিকানা থেকে বের করে দিতে হবে। হারাম মাল মালিকানায় রেখে তাওবা করলে, সে তাওবাও কবুল হয় না।

যেমন একটি হারাম হলো 'সুদ'। রাসূল (সা.) বলেছেন- "নিশ্চয়ই সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী, সুদের চুক্তি লিখককে অভিশাপ।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন- যে ব্যক্তি জেনে-শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশবার যিনার চেয়েও কঠিন। (মুসনাদে আহমদ)

নিয়মিত আল্লাহর কাছে তওবা করা, হালাল জীবিকা গ্রহণ করা এবং হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ফরজ আদায়ে মনোযোগি হওয়া

ফরজের প্রতি মনোযোগী হওয়া ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা একজন মুসলমানের ইমান ও আমলকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ফরজ হলো সেই কাজগুলো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে বলা হয়েছে। এগুলোর অবহেলা বা উপেক্ষা করা বড় গুনাহের কারণ হতে পারে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:

ফরজ কাজগুলো পালন করা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়। আল্লাহ বলেন:

"তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তবে তোমরা তোমাদের ওপর ফরজ করা কাজগুলো পূর্ণভাবে পালন করো।"

(সূরা আল-মুমিনুন: ১-২)

ফরজ বিধান আদায় না করা কবিরা গুণাহ ও অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়।পর্দা করা ফরজ,৫ ওয়াক্ত সলাত আদায়,রমাদানে রোজা রাখা,হজ্ব,যাকাত আদায় ইত্যাদি প্রতিটি মুমিনের উপর ফরজ

যে মুসলিম নামায পড়ে না তার মৃত্যু কি নামাযের সাথে হবে, না নামায ত্যাগ করার সাথে হবে? যে মুসলিম যাকাত আদায় করে না, তার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে, না দরিদ্রের হক মেরে খাওয়ার সাথে হবে? যে মুসলিম ঘুষ খায় তার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে, না সুদঘুষের সাথে হবে? যে মুসলিম মিথ্যা কথা বলে, তার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে না মিথ্যার সাথে হবে?

সলাত,পর্দা বাদ দেওয়া ও সুদ খাওয়ার পরিণাম নিয়ে কিছু হাদিস

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন

"যে ব্যক্তি নামাজ বাদ দিবে, তার জন্য আল্লাহ পরবর্তীতে তার দেহে শাস্তি পাঠাবে।"

(সহীহ মুসলিম: ২৪৫)

সুদ খাওয়া:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদ-সংক্রান্ত চুক্তিতে সাক্ষী হওয়া এবং সুদে সহায়তা করা—এ সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।"
(সহীহ মুসলিম: ১৫৮)
বেপর্দা থাকা (মহিলাদের জন্য)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে মহিলা পর্দা না করে বের হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"
(সহীহ বুখারি)
ফরজ কাজগুলি সঠিকভাবে পালন করার ফলে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যই বরকত পায় না, বরং তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে। ফরজ কাজগুলো জীবনে সঠিক ব্যালান্স ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

তওবা করা

তওবা (توبة) আরবি শব্দ, যার অর্থ ফিরে আসা, অনুতপ্ত হওয়া, এবং পাপ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেওয়া। ইসলামে তওবা হলো পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এটি আল্লাহর অসীম দয়া ও ক্ষমার প্রতি বিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শন।তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এবং আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্তি মেলে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।"

(সূরা নূর: ৩১)

তওবা সম্পর্কে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা:

শীতের শেষে দেখা যায়, কাথাঁ কম্বল ধোয়ার জন্য গরম পানি দিয়ে ধুয়ে থাকে।ধরে নেওয়া যাক, একজন মা পানি সিদ্ধ করতে দিয়ে,টগবগে গরম পানি চুলায় রেখে কোনো জরুরতে গেলো,যেমন- টয়লেটে গেলো।তার ২বছরের শিশু মায়ের অনুপস্থিতিতে বাচ্চা এসে গরম পানিতে পারলো,সিদ্ধ হয়ে ভেসে উঠলো।মা আসার পর পাতিলের উপর চোখ দেওয়ার পর তার যে অনুভূতটা আসবে সেটা হলো তওবা।মানে হায়!আমি কি করলাম!এই মায়ের যদি আরো ১০০ বাচ্চাও থাকে সে আর জীবনে ঘরের দরজা বন্ধ না রেখে যাবেনা।এটাই তওবা।আল্লাহ এই তওবাটা কবুল করতে দেড়ী করেননা।

তওবার শর্তাবলী:

1. পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া:
2. পাপ ছেড়ে দেওয়া।
3. ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প
4. ক্ষতিপূরণ করা।

তওবা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত:

১. আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন:

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করেন।"

(সূরা যুমার: ৫৩)

২. তওবাকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কার:

"যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজগুলোকে পুণ্যে পরিণত করবেন।"
(সূরা ফুরকান: ৭০)

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"আল্লাহ তার বান্দার তওবায় এতটাই খুশি হন, যেমন একটি ব্যক্তি মরুভূমিতে তার হারানো উট ফিরে পায়।"
(সহীহ মুসলিম: ২৭৪৭

সাদাকা করা

সাদাকা (صدقة) হল দান বা সাহায্য দেওয়া।সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহর رضا (রুহানি সন্তুষ্টি) লাভ করতে সহায়তা করে।পাপ মোছন হয়,বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়,রিজিক বৃদ্ধি হয়,জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম সাদাকা।
আর সাদাকা হলো এমন সাদাকা যেসব হতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সওয়াব লাভ করা যায়।যেমন :
উপকারি ইলম শিক্ষা,মসজিদ নির্মান,নলকূপ বসানো।
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদিসে মৃত্যুর পরেও সওয়াব অর্জনের বিষয়টি বেশ কয়েকটি দানে ও কার্যক্রমে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। মৃত্যুর পরও যে ব্যক্তি সওয়াব পায়, তা হলো সাদাকা জারিয়াহ (যে দান বা কাজ চলমান থাকে), জ্ঞানদান, নেক সন্তান রেখে যাওয়া ইত্যাদি। নিচে কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো, যা মৃত্যুর পর সওয়াব অর্জনের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে:

১. সাদাকা জারিয়াহ (স্থায়ী সাদাকা):
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ প্রতিষ্ঠা করে, যেমন শিক্ষা, মসজিদ, জলাধার বা এমন কিছু যা মানুষের উপকারে আসে, তার জন্য তা মৃত্যুর পরও সওয়াব হয়ে থাকে।"
(সহীহ মুসলিম)

২. ইলম (জ্ঞান) দেওয়া:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান দান করে যা মানুষ উপকারে আসে, তার সওয়াব মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে।"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ১৬৫)

৩. নেক সন্তান:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তিনটি কাজ ছাড়া মানুষের আমল থেমে যাবে: (১) সাদাকা-জারিয়াহ, (২) ইলম (জ্ঞান) যা মানুষের উপকারে আসে, (৩) নেক সন্তান যারা তার জন্য দোয়া করবে।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস ১৬৫)

৪. কোরআন বা অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা রেখে যাওয়া:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা বা ধর্মীয় জ্ঞান দান করে, মৃত্যুর পরও তার সওয়াব চলতে থাকে।"
(সহীহ বুখারি)
৫. ঈমানি কাজ ও নেক আমল:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে এবং তার মৃত্যু হয়, তার কাজের ফল মৃত্যুর পরও চলতে থাকে।"
(সহীহ মুসলিম)
৬. যেকোনো ভালো কাজের জন্য সওয়াব:,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন ভালো কাজ করে, তার সওয়াব মৃত্যুর পরেও চলে থাকে।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস ১৪০)

মৃত্যুর পরেও সওয়াব পেতে চাইলে এবং নিজের গুণাহ মোছন করতে চাইলে বেশি বেশি সাদাকা করা উচিত।

নিজের হিসাব নেওয়া:

হাদিসে রাসূল (স:) বলেন,

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার হিসাব নেওয়ার পূর্বেই তুমি নিজে নিজের হিসাব নাও। কারণ, আখেরাতে তোমার প্রতিটি আমল ও প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَايَّرَهُ

سورة الزلزال

অর্থাৎ 'তোমরা যে সকল সৎকর্ম করেছ সেগুলোও দেখতে পাবে আর যে সকল অপকর্ম করেছ সেগুলোও দেখতে পাবে।'

এ কথাটিকেই কোন এক কৰি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন-

تم آج هوا سمجهو جو روز جزا هوگا

"অর্থাৎ তুমি আজকের দিনকেই বিচারের দিন মনে করে নিজের হিসাব নাও।"

কেয়ামতের দিন যে হিসাব নেওয়া হবে তুমি সেদিনের হিসাবের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজে নিতে শুরু কর। অর্থাৎ প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে সারাদিনের কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার হিসাব এভাবে নিবে যে, আজকে আমি সারাদিন যে সকল কাজ করলাম তা ললসম্পর্কে যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেন তাহলে আমি তার কি উত্তর দিব। এভাবে প্রতিদিন কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করবে।

নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের নফস তথা মনের সাথে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, আজ আমি সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর হতে রাতে পুনরায় ঘুমানো পর্যন্ত কোন প্রকার গোনাহ করব না। আর আমার উপর শরীঅত কর্তৃক নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করব। এছাড়া আমার দায়িত্বে আল্লাহ পাক ও তাঁর বান্দাদের যত হক আছে তাও পরিপূর্ণরূপে আদায় করব। যদি ভুলেও এ চুক্তির খেলাফ কোন কাজ আমার দ্বারা হয়, তাহলে এর জন্য হে নফস তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই চুক্তি একটি (মূল্যবান) কাজ। এটাকে পরিভাষায় مشارطه অর্থাৎ পরস্পরে শর্তারোপ করা বলে।

চুক্তির পর দু'আ করা

আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী (রহঃ) ইমাম গাযালী (রহঃ) এর উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রথমাংশের সাথে আরেকটি বিষয় সংযোজন করেন। তিনি বলেন, নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর আল্লাহ পাকের নিকট এই দুআ কর-হে আল্লাহ! আমি স্বীয় নফসের সাথে এই ওয়াদা করেছি যে, আজ কোন গোনাহ করব না এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত সব আদায় করব। শরীঅতের বিধান মত চলব। আল্লাহর হক, বান্দার হক সব ঠিক মত আদায় করব। কিন্তু হে আমার আল্লাহ! আপনি যদি তাওফীক দান না করেন, তাহলে আমি ঐ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারব না। কাজেই আমি যখন ঐ চুক্তি করে ফেলেছি, আপনি তা রক্ষা করুন। আমাকে ঐ চুক্তির উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমাকে চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে বাঁচান এবং আমাকে এই চুক্তির উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় কাজ-

সারাদিন আমলের মুরাকাবাহ

উপরোক্ত নিয়মে দু'আ করার পর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজে বের হবে। যদি চাকুরীজীবী হও, তাহলে চাকুরীতে বেরিয়ে পড়। যদি ব্যবসায়ী হও, তাহলে ব্যবসার কাজে বেরিয়ে পড়। যদি দোকানে বসার দায়িত্ব থাকে, তাহলে দোকানে চলে যাও। কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে প্রতিটি কাজ করার আগে এভাবে একটু ভেবে দেখো যে, আমি সকালে স্বীয় নফসের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, এটা তার পরিপন্থী নয় তো? কথা বলার আগে ভেবে দেখবে আমি যে কথা বলছি, তা আমার চুক্তির খেলাফ তো নয়? চিন্তা-ভাবনার পর যদি সেই কাজ বা কথাকে চুক্তির পরিপন্থী ও বিরোধী বলে মনে হয়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করো। এটা দ্বিতীয় কাজ, যাকে 'মুরাকাবাহ' বলা হয়।
তৃতীয় কাজ-

ঘুমানোর পূর্বে 'মুহাসাবাহ'

এ কাজটি রাতে ঘুমানোর পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে। আর তা হলো, 'মুহাসাবাহ'-স্বীয় নফসকে সম্বোধন করে বলবে যে, তুমি সকালে এই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে যে, কোন প্রকার গোনাহর কাজ করব না। সকল কাজ শরীঅতের হুকুম অনুযায়ী করব। আল্লাহ পাকের হক এবং বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করব। এখন হিসাব নিয়ে দেখ! তুমি সারাদিন কোন্ কাজ চুক্তি অনুযায়ী করেছ। আর কোন্ কাজ চুক্তির খেলাফ করেছ। অতঃপর এভাবে নিজের সারাদিনের কাজ-কর্মের হিসাব নিবে যে, সকালে যখন আমি বাড়ী থেকে বের হয়েছি তখন অমুকের সাথে দেখা হয়েছে, তার সাথে কি কথা হয়েছে। যখন কর্মস্থলে পৌঁছেছি তখন সেখানে নিজ দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছি। আমি ব্যবসায়ী ব্যবসা কিভাবে, কি নিয়মে করেছি। হালাল পন্থায় না হারাম পন্থায়? আর যত লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের হক কি ভাবে আদায় করেছি? স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক কি ভাবে আদায় করেছি? এ সকল বিষয়ের হিসাব নিতে হবে-এর নাম 'মুহাসাবাহ'।

যে, তুমি সকালে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে তা পালন করার ব্যাপারে সফল হয়েছ, তাহলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করো-হে আল্লাহ, তোমার শোকর যে, তুমি আমার ঐ চুক্তির উপর অবিচল থাকার তাওফীক দিয়েছ।

اللهم لك الحمد ولك الشكر

(হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা এবং তোমার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।)

হকদারের হক আদায়

হকদারের হক ও ঋণ আদায় করা মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে। এটা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। এটা যার প্রাপ্য কেবল সেই মাফ করতে পারে। আল্লাহ নিজের হক মাফ করতে পারেন, অন্যের হক মাফ করেন না। কারো ঋণ থাকলে তাও আদায় করা। নবী করীম (সা.) বলেছেন, ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত মু'মিন ব্যক্তির রূহ ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে।

অন্য এক হাদীসে এমন বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে গরীব, যে পাহাড় পরিমাণ নেক আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উঠবে কিন্তু পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরামগণ জানতে চাইলেন, তা কিভাবে হবে? নবী করীম (সা.) বললেন- হকদারের হক এবং ঋণদাতাদের ঋণ বাবদ সব নেক আমল দিয়ে দেবে। তারপরও পাওনাদার শেষ হবে না। অবশেষে পাওনাদারদের গুনাহগুলো তার নিজের আমলনামায় নিতে নিতে পাহাড় পরিমাণ হয়ে যাবে।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে।"

(সূরা আল-আনকাবূত: ৫)

ধরনের লোকেরা সর্বদা মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকে এবং মনে মনে বলতে থাকে-

غدا نلقى الاحبه محمدا و حزبه

অর্থাৎ আগামীকাল স্বীয় বন্ধু অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

এই মৃত্যু চিন্তার ফলেই মানুষের জীবন শরীঅত ও সুন্নাতের অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে ওঠে। এতে করে মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে।!

মুমিনদের জন্য পুরস্কার

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে।"
(সূরা কাহাফ: ১১০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত কামনা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন।"
(সহীহ বুখারি: ৬৫০৭; সহীহ মুসলিম: ২৬৮৩)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এই হাদিস শুনে বলেছিলেন, "আমরা সবাই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:
"এটা সেই অপছন্দ নয়। বরং মুমিন যখন মৃত্যুর মুহূর্তে জান্নাতের সুসংবাদ শুনে, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে। আর কাফির যখন শাস্তির সংবাদ শুনে, তখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে।"
(সহীহ মুসলিম: ২৬৮৪)

প্রতিদিন সামান্য কিছু সময় বের করে এভাবে মৃত্যুর চিন্তা করবে যে, একদিন নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু আসবে, আমি তার জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি

মদিনায় মৃত্যুর দোআ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ: 'হে আল্লহ, আমাকে আপনার পথে শাহাদাত দান করুন এবং আপনার রাসূল)ﷺ(-এর শহরে (মাদীনায়) আমাকে মৃত্যু দান করুন'।
[সহীহ বুখারী-১৮৯০]
মদিনায় যারা মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন। এটি একজন মুসলিমের জন্য অনেক বড় একটি সৌভাগ্যের বিষয়।মদিনা হলো এমন একটি স্থান, যেখানে দাফন হওয়া ব্যক্তি বিশেষ রহমত ও বরকতের অধিকারী হন। এটি আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে

দুনিয়াতে ভীত হলে আখিরাত হবে স্বস্তির

মৃত ব্যক্তির রুহ যাওয়ার পরথেকে কবর দেওয়া পর্যন্ত নিয়মগুলো

রূহ চলে গেলে যা করতে হবে:

০ প্রথমে এই দু'আ পড়তে হবে-

- إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

০ হাত-পা সোজা করে চক্ষু বন্ধ করে দেয়া।
০ মুখ যেন হা করে না থাকে, সেজন্য এক টুকরা কাপড় দিয়ে চিবুক ও মাথার সাথে বেঁধে দেয়া।
• সারা শরীর এক টুকরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া।
০ চেহারা কেবলামুখী করে দেয়া।
০ নাপাক ব্যক্তি লাশের কাছে না যাওয়া।
০ গোসল দেয়ার পূর্বে মৃতের নিকট কুরআন শরীফ না পড়া।

o চোখ এবং মুখ বন্ধ করার সময় এই দু'আ পড়া

- بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ

মৃত ব্যক্তির গোসলের নিয়ম

o গোসল দেয়া ফরযে কিফায়া।

o যে খাটে গোসল দেয়া হবে, তা পবিত্র করা নেয়া।

o আতর গোলাপ দিয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে সে খাটে মৃত ব্যক্তিকে রাখা।

o গোসলের পানি যাতে না গড়ায় সেজন্য একটা গর্ত বা ড্রেন করে নেয়া।

• কেবল হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত একখানা কাপড় রেখে বাকী সব কাপড় খুলে ফেলা। নাকে এবং কানে তুলা দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া।

o নিয়মমত অযু করানো।

o হাতে কাপড় পেছিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করা।

oঅযু করাতে হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কুলি করা ও নাকে পানি দিতে হবে না।

o অযু করাতে প্রথম মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়াবে। পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার, বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়াবে। তারপর মাথা মাসেহ করাবে, তারপর ডান ও বাম পা তিন তিন বার করে ধোয়াবে।

o এভাবে অযু শেষ হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাঁড়ি সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবে। তারপর মৃতকে বাম কাতে শোয়ায়ে তার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি তিনবার অথবা ৫ বার ঢেলে পরিষ্কার করবে। বরই পাতা পাওয়া না গেলে স্বাভাবিক গরম পানি হলেও চলবে।

o তারপর ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বের শরীরে একই নিয়মে ৩ বার অথবা ৫ বার পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ধোয়াবে।

o তারপর মৃতকে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটে মালিশ করবে। যদি পেট হতে পায়খানার রাস্তা দিয়ে ময়লা বের হয়, তবে তা নেকড়া দিয়ে ভাল করে মুছে এবং পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু পুনরায় অযু গোসল করাতে হবে না।

০ তারপর মৃতকে বাম কাতে শোয়ায়ে ডান পার্শ্বের সমস্ত শরীরে মাথা হতে পা পর্যন্ত সুগন্ধি মিশ্রিত কাপুরের পানি তিনবার ঢালবে।

• আবার ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বেও একই নিয়মে তিনবার পানি ঢালবে। এভাবে গোসলের পর একখানা পাক পবিত্র শুকনা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর মুছিয়ে কাফন পরাবে।

মৃত ব্যক্তির কাফনের বর্ণনা

০ পুরুষ হলে তিন কাপড় দেয়া সুন্নাত। যথা: ১. ইযার ২. কোর্তা ৩. চাদর

০ মেয়ে লোক হলে ৫ কাপড় দেয়া সুন্নাত। যথা: ১. ইযার ২. কোর্তা বা জামা

৩. ছেরবন্দ ৪. চাদর ৫. ছিনাবন্দ

০ ইযার- এটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হবে।

০ চাদর- এটি ইযার থেকে ১ হাত বড় হবে।

০ কোর্তা বা জামা- গলা থেকে পা পর্যন্ত হবে।

০ ছেরবন্দ- এটি ১২ গিরা প্রস্থ এবং তিন হাত লম্বা হবে। মৃতের সাইজ অনুসারে কাপড়ের সাইজ বড়-ছোট হতে পারে।

• ছিনাবন্দ- প্রস্থে কানের নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দেয়া উত্তম এক এতটুকু হতে হবে যেন বাঁধা যায়।

কাফন পরানোর পদ্ধতি

১. কাফন পরানোর পূর্বে ৩ বার বা ৫ বার বা ৭ বার সুগন্ধির ছিটা দেয়া বা আগরবাতির ধুনি দেয়া উত্তম।

২. প্রথমে চাদর বা লেফাফা বিছাবে।

৩. তারপর এর উপর ইযার বা তহবন্দ বিছাবে।

৪. অতঃপর কোর্তা বা জামার অর্ধেকটা বিছাবে আর বাকী অর্ধেকটা মাথার পিছনের দিকে গুছিয়ে রাখবে।

৫. তারপর মৃতকে ধীরে ধীরে চিৎকরে শোয়াবে। শরীরে বিশেষ করে সেজদার জায়গাসমূহে যথা- কপাল, নাক, হাত, হাটু ও পায়ে কাফুর লাগবে।

৬. অতঃপর জামার বাকী অর্ধাংশ উপর হতে টেনে বুকের উপর দিয়ে নীচের দিকে টেনে দেবে।

৭. তারপর ইযার বামদিকে হতে টেনে শরীরের উপর রেখে, পরে ডানদিক হতে টেনে এমনভাবে রাখবে যেন ডানদিকটা বাম দিকের উপর থাকে।

৮. এমনিভাবে চাদর বা লেফাফা ও ইযারের উপর রাখবে।

৯. তারপর পায়ের দিক, মাথার দিক ও মধ্যখানে ফিতা বা সুতা দিয়ে বেঁধে দেবে যেন কাফন ছুটে না যায়। এ নিয়ম হলো পুরুষের জন্য।

১০. মহিলাদের জন্য এমনিভাবে চাদর বা লেফাফা, ইযার ও জামার অর্ধাংশ বিছিয়ে মৃতকে ধীরে ধীরে চিৎ করে শোয়ায়ে জামার অর্ধাংশ মাথার উপর দিয়ে টেনে বুকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামাবে।

১১. তারপর পূর্বের নিয়মে সুগন্ধি লাগিয়ে মাথার চুলকে দু'ভাগে ভাগ করে ডান দিকের ভাগ ডান কাঁধের উপর বাম দিকের ভাগ বাম কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর রাখবে

১২. তারপর ছেরবন্দ বা টুপির উড়নীকে পিঠের নীচে একমাথা গুছে এ মাথা মৃতের মাথার উপর দিয়ে টেনে কপাল ও নাক মুখ ঢেকে

১২. তারপর ছেরবন্দ বা টুপির উড়নীকে পিঠের নীচে একমাথা গুছে আর এক মাথা মৃতের মাথার উপর দিয়ে টেনে কপাল ও নাক মুখ ঢেকে ছিনার উপর দিয়ে চুল ঢেকে দেবে।

১৩. তারপর পূর্ব নিয়মে ইযার ও লেফাফাকে বাম দিকের উপর ডান দিকেরটা টেনে দেবে।

১৪. ছিনাবন্দ সকল কাফনের উপরে ছিনা হতে উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে দুই দিকে ও মাঝখানে সুতা দিয়ে বেঁধে দেবে যেন কাফন ছুটে না যায়। ছিনাবন্দ জামার উপরে ছেরবন্দের পরও পেছিয়ে দেয়া জায়েয আছে।

কবর দেয়ার নিয়ম

আমাদের মাটি নরম হওয়ার কারণে বেশীর ভাগ মানুষ সিন্দুকী কবর দিয়ে থাকে কবরের দৈর্ঘ্য লাশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। গভীরতা কমপক্ষে লাশের অর্ধেক হওয়া চাই। কবর উত্তর দক্ষিণে লম্বা করে খুড়তে হয়।

০ কবরে ২ জন অথবা ৩ জন পরহেজগার লোক নামবে। ২ হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতের উপর লাশ নিয়ে

- بسمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ

এই দু'আ পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে লাশ কবরে রাখবে। ডান কাতে কেবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত। সেজন্য মাথা ও পিঠের নীচে মাটি দিয়ে দিতে পারে। কাফনের বাঁধগুলো খুলে দিবে। লাশ মহিলা হলে এমন লোক কবরে নামবে যারা মুহাররাম আত্মীয়। সেরূপ লোক পাওয়া না গেলে পরহেজগার বয়স্ক যে কোনো লোক নামতে পারে।

• লাশ কবরে রাখার পর কবর থেকে যত মাটি উঠানো হয়েছে তা সব কবরের উপর দিবে। ঐ মাটিতে যদি কবর এক বিঘতের বেশীও উঁচু হয় অসুবিধে নেই।

• দাফন কাজে যারা উপস্থিত সকলেই কবরে তিন তিনবার মাটি দেয়া মুস্তাহাব। মাটি মাথার দিক থেকে উভয় হাতে দিবে। পা দিয়ে চেপে মাটি দেয়া নিষেধ। এতে মৃতের অসম্মান হয়। মাটি চাপা দেয়ার সময় নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে হয়-

- مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى

১ম মাটি দেয়ার সময় পড়বে-

- مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ - اللَّهُمَّ جَاوف الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْه

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটি থেকে। হে আল্লাহ! তার দুই পার্শ্বের মাটি প্রশস্ত করে দাও।

২য় বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে-

- وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ - اَللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ

"এবং তোমাদেরকে সমাহিত করা হবে এই মাটিতে। হে আল্লাহ! আসমান থেকে রহমতের দরজাগুলো তার কবরের দিকে খুলে দাও।"

৩য় বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে-

- مَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى - اللَّهُمَّ ادْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

"আবার এই মাটি থেকে তোমাদেরকে পরকালে উঠানো হবে। হে আল্লাহ: তাকে তোমার রহমত দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও।"

দাফন শেষে দু'আ

এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেন:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ)ص (إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ثُمَّ سَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فانه الان يُسْئَلُ -)ابو داود(

"হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন- রাসূল (সা.) যখন কোনো লাশের দাফন করে অবসর নিতেন, সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত সকলকে বলতেন- তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাও।

দু'আ করো যেন আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখেন। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। (আবু দাউদ শরীফ)

তাই মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও মাগফিরাত করা এবং কিছু কুরআন শরীফ পড়ে ছাওয়াব বকশিশ দেয়া মুস্তাহাব

দ্রুত জানাযা দেওয়া

[৩৩] আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, 'নবি বলেছেন, أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"তোমরা দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা কোরো; কারণ মৃতব্যক্তি সৎ হলে তো, তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিচ্ছো, আর সৎ ছাড়া অন্য কিছু হলে, তোমরা কেবল তোমাদের ঘাড় থেকে একটি অনিষ্ট নামিয়ে দিচ্ছো।"(১)

মৃত ব্যক্তির জন্য স্বজনদের করণীয়

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের কিছু করণীয় কাজ রয়েছে, যা কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত। এসব কাজ মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ হয় এবং তাদের আখিরাতের অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করে।

১. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার নির্দেশ এসেছে অনেক হাদিসে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিসের সওয়াব চলমান থাকে: সাদাকাহ জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকার হয়, এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"
(সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

উদাহরণস্বরূপ দোয়া:
"আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া আফিহি ওয়া'ফু আনহু।"
অর্থ: হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, মুক্তি দিন এবং তার পাপসমূহ মাফ করুন।

২. সদকা বা দান করা

মৃত ব্যক্তির নামে সদকা করা তাদের জন্য সওয়াবের কারণ হয়।
হাদিসে এসেছে:
"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার নামে সদকা করি, তবে কি তা তার জন্য উপকারি হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ।"
(সহীহ বুখারি: ১৩৮৮)

৩. ইসলামি শিক্ষা প্রচার করা বা ইলমের কাজ করা

মৃত ব্যক্তির নামে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা, বই বিতরণ করা, বা মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করা তাদের জন্য সাদাকা জারিয়ার মাধ্যম।
হাদিসে এসেছে:
"যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণমূলক কাজ শুরু করে এবং তা চলতে থাকে, সে মৃত্যুর পরেও এর সওয়াব পেতে থাকবে।"
(সহীহ মুসলিম: ২৬৬৪)

৪. কুরআন তিলাওয়াত ও ইসালে সওয়াব করা

মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করে ইসালে সওয়াব করা সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত।
উদাহরণস্বরূপ: সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে মৃতদের জন্য উপকার হয় বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা তোমাদের মৃতদের জন্য সুরা ইয়াসিন পাঠ করো।"
(আবু দাউদ: ৩১২১)

৫. জানাজা সালাত আদায় করা

মৃতের জন্য জানাজার নামাজ পড়া জীবিতদের অন্যতম দায়িত্ব। এটি মৃতের জন্য মাগফিরাত ও দোয়ার একটি মাধ্যম।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি জানাজার নামাজে শরিক হয় এবং কবরস্থ করা পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, তার জন্য দুটি কিরাত (বিশাল সওয়াব)।"
(সহীহ বুখারি: ১৩২৫)

৬. ঋণ পরিশোধ করা

মৃত ব্যক্তির কোনো ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা জীবিতদের দায়িত্ব।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"মুমিনের আত্মা তার ঋণের কারণে আটকে থাকে যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।"
(তিরমিজি: ১০৭৮)

৭. সালাম পৌঁছানো (যদি অসিয়ত থাকে)

মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কাছে তার কোনো বার্তা বা অসিয়ত রেখে গেলে তা পালন করা উচিত।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"অসিয়ত সম্পন্ন করা অবশ্যই ফরজ।"
(সূরা বাকারা: ১৮১)

৮. কবর জিয়ারত করা:

মৃতদের জন্য কবর জিয়ারত করতে বলা হয়েছে, যাতে তাদের জন্য দোয়া করা যায় এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"কবর জিয়ারত করো, এটি তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

(মুসলিম: ৯৭৬)
মৃতদের জন্য জীবিতদের প্রধান করণীয় হলো দোয়া, সদকা, তাদের ঋণ পরিশোধ, এবং কবর জিয়ারত। এসব কাজের মাধ্যমে তাদের আখিরাতের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। এগুলো করতে গিয়ে ইসলামের নিয়মের বাইরে যাওয়া উচিত নয় এবং অবশ্যই বিশুদ্ধ নিয়তে করা উচিত।

বারজাখের জীবন

কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফিরিশতা সওয়াল-জওয়াব করবে। মুমিনগণ সঠিক উত্তর দিবে, কবরে আরাম ও আনন্দের জীবন লাভ করবে। কাফির, মুনাফিক ও মুশরিকগণ সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। পরিণামে তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে।
হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যখন বান্দাকে মৃত্যুর পর কবরে শায়িত করা হয়, তখন দু'জন ফিরিশতা তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে- এ ব্যক্তি (হযরত মোহাম্মাদ সা.) সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল? লোকটি বলবে: আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তোমার সঠিক উত্তরের কারণে আল্লাহপাক জান্নাতে তোমার আসন পরিবর্তন করে দিয়েছেন।
আর কাফির মুনাফিককে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি দুনিয়াতে (হযরত মোহাম্মাদ সা.) সম্পর্কে কি বলতে? সে উত্তর দিবে, লোকেরা যা বলত, আমি তাই বলতাম। ফিরিশতাগণ তার দুই কানের মাঝখানে লোহার হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করবে। ফলে সে এমন বিকটভাবে চিৎকার করেবে যে, মানব ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টি তা শ্রবণ করবে। (মুসনাদে আহমাদ : খন্ড ৩, পৃ. ১৫৫)।
কবরের জগতকে কোরআন ও হাদীসে 'বারযাখ' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। আরবী 'বারযাখ শব্দের অর্থ পর্দা, আবরণ, ঢাকনা, বেড়া। আলমে বারযাখ বা বারযাখের জগত বলতে ওই জগতকে বোঝায়, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। যেহেতু সে জগতটি দুনিয়ার এ জগত হতে অন্তরালে বা আড়ালে আছে, কাজেই তাকে বারযাখের জগত বলা হয়। অতএব, বারযাখ কোনো বিশেষ স্থানের নাম নয়। বরং মৃত্যুর পর মানবদেহ বা দেহের অংশসমূহ একত্রিতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে থাকবে ওই স্থানই তার জন্য কবর বা বারযাখ।
বারযাখ জগতের সকল অবস্থা মানুষ ও জ্বিন জাতি হতে মহান আল্লাহপাক পর্দার অন্তরালে রেখেছেন, যাতে করে ঈমান বিল গায়েব যথার্থ থাকে। তাছাড়া বারযাখের জগতকে অন্তরালে ও আবরণে আচ্ছাদিত রাখার আরেকটি কারণ হলো, বারযাখের জগত ও পৃথিবীর জগত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন।

সেই জগতের যাবতীয় অবস্থা পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষের জন্য দেখা বা অনুভব করা সম্ভব নয়। অন্য জগতের কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর না হওয়া বা বোধগম্য না হওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ বিষয়টি অত্যন্ত সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর মাধ্যমেই অদৃশ্যে বিশ্বাসীগণ হাশরের মাঠে অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (শরহে আকীদায়ে সিফারানিয়্যাহ : পৃ. ৪০০)।

যদি আল্লাহপাক বারযাখ জগতের এ সমস্ত বিষয়ের উপর বান্দাহগণকে অবহিত করতেন, তাহলে বান্দাহকে খলীফা বা দায়িত্ব প্রদানের রহস্য এবং গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি বিনষ্ট হয়ে যেত ও মানুষ মৃতদেহকে দাফন করা হতে বিরত থাকত। রাসূলুল্লাহ সা. স্পষ্টত:ই ইরশাদ করেছেন, যদি মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে বিরত থাকার আশংকা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম, যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের বা বারযাখ জগতের আযাব শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাই। যেহেতু চতুস্পদ প্রাণীর মধ্যে এ কারণ ও হিম্মতটি অনুপস্থিত, তাই তারা তা শুনতে পায়। (শরহে আকীদায়ে তাহাবিয়্যাহ:পৃ. ৪০১)।

সালাফদের দৃষ্টিতে কবর

১. আবু হুরায়রা বলেন, দুটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসুল ক্ষুদ্র বলেন,
لَرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَيْرٌ مِمَّا يَحْقِرُونَ أَوْ يَنْفِلُونَ
“কবরবাসীর নিকট নিজেদের সঞ্চিত বা অর্জিত সমুদয় বস্তু অপেক্ষা দুই রাকাত নফল নামাযের মূল্য অনেক বেশি”
বর্ণনাকারী আবু হিশাম এ সন্দেহ পোষণ করে বলেন, সম্ভবত তারা নিজেদের পার্থিব অনেক নিআমতের তুলনায় আমলনামায় এমন দুই রাকাত সালাতের সওয়াব দেখতে বেশি পছন্দ করবেন।**

২. আবদুল্লাহ বিন উমর এ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন,
কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।
১. মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ, ২/১৫৮। হাদিস নং ৭৬৩৩। সালাতের ফযীলত অধ্যায়। মুজামুলআওসাত লিত-তাবারানী, ১/২৮২। হাদিস নং ১২০। আয-যুহদু লি-ইবনি মুবারক, ১/১০। হাদিস নং৩১। আল্লাহ আযযা ওয়া যাল্লার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান অধ্যায়।
২. সুনানু তিরমিযী, ২৪৬০। আবু সাঈদ খুদরি এ হতে। কিয়ামত বিষয়ক আলোচনা। ইবনুল হাজার

আসকালানী হাসান গরিব বলেছেন। হিদায়াতুর রুওয়াত, ৫/৭৪।
৩. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, মাসউদ বলেন,
তোমাদের কারও জন্য তার অন্তরের সন্তুষ্টি পরিমাণ সম্পদই যথেষ্ট। আর তোমাদের গন্তব্য সাড়ে চার গজ জায়গা এবং প্রত্যেক বিষয়ের শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।
৬. আবু গাতফান মুররি এ বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব এ রাসুল -কে বললেন,
لَوْ فُزِعْنَا أَحْيَانًا لَفَزِعْنَا، فَكَيْفَ بِظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضَيِّقِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا يُوَفَّى الْعَبْدُ عَلَى مَا قُبِضَ عَلَيْهِ
বর্তমানে আমাদের কবরের ভয় দেখালেই আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি! তাহলে বাস্তবে সেই সংকীর্ণ কবরে কীভাবে থাকব? রাসুল গুঁড়ি বললেন, বান্দার প্রাণ যে অবস্থায় কবয করা হবে সে অবস্থার ভিত্তিতেই তাকে বিনিময় দেওয়া হবে।"
৭. আবদুল্লাহ বিন বকর বিন আবদুল্লাহ মুযনী বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ বিন ঈযার বলেন, মানুষের বসবাসের জন্য দুটি জায়গা রয়েছে। একটি জমিনের ওপরে। অন্যটি ভূ-গর্ভে। প্রথমে সে জমিনের ওপরে পার্থিব জীবনের বাড়িতে থাকে। এ সময় এই বাড়িটিকে সাজিয়ে রাখে। তাতে উত্তর ও দক্ষিণমুখী দরজা- জানালা নির্মাণ করে। শীত ও গ্রীষ্মের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী জমা করে। এই অস্থায়ী ঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন সে তার মাটির নিচে থাকা বাড়িতে অর্থাৎ কবরে চলে যায়। কিন্তু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকায়

ইতিমধ্যে সে তার কবরের বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। সেখানে এক ফিরিশতা এসে তাকে বলে, এই যে দুনিয়ার বাড়িঘর, যা তুমি যথাযথভাবে গড়ে তুলেছিলে, কতদিন ছিলে সেখানে? সে বলবে, আমার জানা নেই। আবার প্রশ্ন করবে, এই যে এই কবর, যা তুমি অবহেলায় বিরান করেছ, এখানে কতদিন থাকবে? সে বলবে, এখন তো এটাই আমার ঠিকানা!

* হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ১/১৩৮।
*আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৬। সনদ দুর্বল তবে বক্তব্য সহিহ।
ফিরিশতা বলবে, তুমি নিজেই তাহলে বিষয়টা স্বীকার করে নিলে! অথচ দুনিয়াতে তুমি কত বুদ্ধিমান ছিলে!"

৮. হাসান বসরী উসমান বিন আবুল আসএ সম্পর্কে বলেন, একবার তিনি এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। কবরস্থানে গিয়ে তিনি ধসে পড়া একটি কবরের পাশে বসেন। তার পরিবারের একজন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, যার ব্যাপারে বিভিন্ন সমালোচনা শোনা যেত। তাকে 'হে অমুক!' বলে ডাক দিলেন। সে কাছে আসতেই তিনি তাকে বললেন, নিজের ঘরটা তো ভালো করে দেখো। লোকটি বলল, আমি তো দেখছি এটি শুকনো, সংকুচিত, অন্ধকার, খাদ্য, পানীয় ও জীবনসঙ্গীহীন এক বিরান ঘর উসমান বিন আবুল আস বললেন, আল্লাহর শপথ! এটাই তোমার আসল ঘর। তুমি সত্য বলেছ। মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ করে তিনি আরও বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি ফিরে আসতে পারতে, তবে এখানকার যাবতীয় বস্তু সেখানে স্থানান্তর করতে।

প্রশ্নোত্তর শেষে সকাল-সন্ধ্যায় গন্তব্য উপস্থাপন

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে মৃতব্যক্তিকে সকাল-সন্ধ্যায় তার (চূড়ান্ত) গন্তব্য দেখানো হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আর ফিরআউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে। দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদের সকাল- সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফিরআউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।
(সূরা আল-মুমিন/ গাফির ৪০:৪৫-৪৬)
মুজাহিদ বলেন, "দোযখের আগুনের সামনে তাদের সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়।"-এর মানে হলো যতদিন দুনিয়া থাকবে, ততদিন এ অবস্থা চলতে থাকবে।' তিনি আরও বলেন, 'ভর্ৎসনা, তাচ্ছিল্য ও শাস্তির সুরে তাদের বলা হয়, "ওহে ফিরআউনের লোকজন! এই হলো তোমাদের গন্তব্যস্থল।"
[৩৮] ইবনু উমার।এ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন,
"তোমাদের কেউ মারা গেলে, সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তার (ভবিষ্যৎ) আবাসস্থলের সামনে হাজির করা হয়; জান্নাতবাসীকে জান্নাতের সামনে, আর জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামের সামনে। (তখন) বলা হয়, 'এটি তোমার আবাসস্থল; যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করছেন।'
[১] তিরমিযি, ১০৭৭

যারা আল্লাহর স্মরণ এড়িয়ে চলে

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার স্মরণ এড়িয়ে চলে, সে কিয়ামাতের দিন শাস্তি পাওয়ার আগে কবরে শাস্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণকে এড়িয়ে চলে, তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন, এবং কিয়ামাতের দিন আমি তাকে ওঠাবো অন্ধ করে।"
(সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)

[৪৭] আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন,
الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ عَذَابُ الْقَبْرِ "সংকীর্ণ জীবন মানে কবরের শাস্তি।"'
[৪৮] আবূ সাঈদ খুদরি বলেছেন, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল
مَعِيشَةً ضَنْكًا عَذَابُ الْقَبْرِ 'সংকীর্ণ জীবন' (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪) মানে কবরের শাস্তি।" এখ
[৪৯] আবু সাঈদ খুদরি এ থেকে বর্ণিত, 'সংকীর্ণ জীবন' (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪) প্রসঙ্গে তিনি বলেন,
يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ فِيهِ "তার জন্য তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তাতে তার
[১] হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৩৮১। তিনি বলেন, 'হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।' যাহাবি তাঁর সাথে একমত।
[২] হাকিম, আল-মুসতাদ্রাক, ১/৩৮১।
পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে।"'
[৫০] আবূ সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الْمَعِيشَةَ الضَّنْكَ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَيْهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ بَنِينَا يَنْهَشْنَهُ فِي الْقَبْرِ 'সংকীর্ণ জীবন মানে-কবরে তার উপর নিরানব্বইটি সরীসৃপ লেলিয়ে দেওয়া হবে, যেগুলো তাকে দংশন করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।”

কবরের শাস্তি কেমন হবে?

মুনাফিকদের জন্য দুইবার শাস্তি:

মুনাফিকরা জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার আগে কবরে শাস্তি পাবে।

আল্লাহ’ তাআলা বলেন,"তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন থাকে, তাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক আছে। অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও আছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকিতে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছে। তোমরা তাদের চিনো না, আমি তাদের চিনি। শীঘ্রই আমি তাদের দু'বার শাস্তি দেবো। তারপর আরও বড় শাস্তির জন্য তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

(সূরা আত-তাওবাহ ৯:১০১)

"শীঘ্রই আমি তাদের দু'বার শাস্তি দেবো।"-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা বলেন, 'একটি শাস্তি হলো কবরে, আর অপরটি জাহান্নামে।

[৪২] আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আমাদের মধ্যে এক লোক ছিল বানুন নাজ্জার গোত্রের। সে সূরা আল- বাকারাহ ও আ-ল ইমরান পড়েছিল। সে আল্লাহর রাসূল এ-এর (ওহি)- লেখকের কাজ করত। এরপর সে পালিয়ে গিয়ে আহলুল কিতাব (ইয়াহুদি ও খৃষ্টান)-দের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা এ কথা বলে তাকে উচ্চ পদমর্যাদা প্রদান করে, 'এই লোক মুহাম্মাদ-এর (ওহি)-লেখক ছিলেন!' তাকে পেয়ে তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই, আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটান। তারা একটি গর্ত করে সেখানে তাকে দাফন করে। কিন্তু ভূ-গর্ভ তাকে বাইরে ছুড়ে ফেলে। (তারা তাকে পুনরায় দাফন করে। কিন্তু একই ঘটনা তিনবার ঘটার পর) তারা তাকে (আর দাফন না করে) সেভাবেই ফেলে রাখে।"

কবরবাসী মুনাফিক হলে বলবে, 'আমি জানি না। লোকদের ওটা বলতে শুনেছিলাম।আর আমিও সেটা বলতাম।' ফেরেশতা দু'জন বলবে, 'আমরা জানতাম, তুমি ওই কথা বলবে।' তারপর ভূগর্ভকে বলা হবে, 'তাকে চাপ দাও।' (মাটি) তাকে এত জোরে চাপ দেবে যে, তাতে তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। তারপর তাকে সেখানে শাস্তি দেওয়া হতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাকে ওই শয্যা থেকে ওঠাবেন।

আত্নসাতের শাস্তি:

আবু হুরায়রা (র:) থেকে বর্ণিত

আমরা আল্লাহর রাসূল এ-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হই। (সেখানে) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে আমরা কোনও সোনা-রুপা পাইনি; পাই কেবল কিছু জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ। তারপর আমরা আল-কুরা উপত্যকার দিকে রওয়ানা হই। আল্লাহর রাসূল-এর সাথে ছিল

তাঁর এক দাস, যা রিফাআ ইবনু যাইদ নামে বান্ দাবীব গোত্রের এক লোক তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সে আল্লাহর রাসূল-এর বাহনের পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে; এমন সময় এক অজ্ঞাতনামা তিরন্দাজের ছোঁড়া একটি তির এসে তার গায়ে বিদ্ধ হয়। এতে সে মারা যায়। তাকে উদ্দেশ্য করে লোকেরা বলে উঠে, 'অভিনন্দন! তার জন্য জান্নাত (অবধারিত)!' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল বলেন, "কিছুতেই নয়! শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! খায়বার (জয়ের) দিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের আগে সেখান থেকে সে যে (জুতা বাঁধার) চামড়ার ফিতাটি আত্মসাৎ করেছে, সেটি তার উপর আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠবেই।" এরপর এক ব্যক্তি একটি বা দু'টি (জুতা বাঁধার) চামড়ার ফিতা নিয়ে আল্লাহর রাসূল-এর কাছে আসে। তা দেখে আল্লাহর রাসূল

বলেন, "(এই) ফিতা বা ফিতা দু'টি হলো আগুনের।"

মেয়েটিকে টেলিভিশনসহ কবরে দাফন করা হলো

এক রমজানে মা মেয়েটিকে বললো বাসায় মেহমান আসবে, তুমি ইফতারির কাজে আমাকে সাহায্য কর। মেয়ে টেলিভিশন দেখছিল। সে মাকে বললো টেলিভিশনে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে। এটি দেখার পর তোমাকে সাহায্য করবো।

মা বললেন ইফতারের সময় বেশি নেই তুমি টেলিভিশন দেখা ছাড়। আমার সঙ্গে রান্নাঘরে আস। মেয়ে মায়ের কথা শুনল না। ছোট টেলিভিশন সেট তুলে নিয়ে বাসার দোতলায় চলে গেল এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে টেলিভিশন দেখতে লাগলো...

মাগরিবের আযান দেয়া হলো। বাসায় মেহমানরা এসে পড়েছে, মা মেয়েকে ডাকার জন্য তাড়াতাড়ি দোতলায় গেলেন। দেখলেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মা অনেক ডাকাডাকি করলেন কিন্তু মেয়ে সাড়া দিলো না।

ভয় পেয়ে নিচে এসে তিনি স্বামী এবং সন্তানদের জানালেন। তারা গিয়ে ডেকে সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলো। তারা দেখলো টেলিভিশন সেটের সামনে মেয়েটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহে প্রান নেই। সে মারা গেছে। তাড়াতাড়ি কোনোরকমে ইফতার করে মেয়ের পিতা এবং ভাইয়েরা তার লাশ নিচে নামিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করলো। কিন্তু লাশ এতো ভারি হয়ে গেছে যে নাড়ানো যাচ্ছিল না। একজন লোক টেলিভিশন সেট উপরে উঠালো। এতে মৃত মেয়ের দেহ হালকা হয়ে এলো। টেলিভিশন সেটসহ তাকে নিচে নামিয়ে আনা হলো এবং গোসল দেয়া হলো। গোসল দেয়ার সময়েও টেলিভিশন সেট ছিল সামনে। গোসলের পর লাশ খাটিয়ায় রাখা হলো। জানাযার নামায আদায় করা হলো। কিন্তু বেশ কয়েকজন চেষ্টা করেও খাটিয়া তুলতে পারলো না। অবশেষে একজন একজন টেলিভিশন সেট ধরে থাকলো অন্যরা খাটিয়া তোলার চেষ্টায় সফল হলো। টেলিভিশন সেটসহ লাশ কবরে কবরস্থানে নেয়া হলো। লাশ কবরে নামানোর জন্য কিছুতেই খাটিয়া থেকে উঠানো যাচ্ছিল না।

কিন্তু সেট যখন কবরে নামানো হলো তখন লাশ কবরে নামানো সহজ হলো। লাশে মাটিচাপা দেয়ার পর টেলিভিশন সেট বের করে আনার চেষ্টা করতেই লাশও উঠে আসছিল। পরপর তিনবার একই ঘটনা ঘটার কারনে অবশেষে টেলিভিশন সেটসহ লাশের উপর মাটি চাপা দিয়ে তাকে দাফন করা হলো।।।

#বইঃ চোখে দেখা কবরের আযাব

#লেখকঃ মাওলানা তারিক জামিল

মেয়েকে কবর দিতে গিয়ে বাবা দেখেন মেয়ের কবরে সাপ:

একজন মেয়েকে ৫০/৬০ সাপের উপর কবর দেওয়া হয়েছিলো, ১৯৮৬ সালে করাচির এক পত্রিকায় সেই মায়ের লিখা চিঠি প্রকাশ পায়।

তিনি লিখেছিলেন,'আমার বড় মেয়ে কিছুদিন আগে মারা গেছে তাকে দাফন করার জন্য কবর খনন করা হলে সেখানে ৫০/৬০ টা সাপ কিলবিল করছে।এই অবস্থা দেখে ২য় ৩য় বারও কবর খনন করা হয় কিন্তু প্রতিবারই সাপ দেখা যাচ্ছিল। অতপর,সকলের সাথে পরামর্শ করে ওই সাপের ওপরই কবর দেওয়া হয়েছিল।মেয়েকে কবর দেওয়ার পর তার বাবা অর্থাৎ আমার স্বামী নিজের মাথার চুল ছিড়া শুরু করছিলো আর বলছিল,
"আমার মেয়ে নামাজ রোজা সব কিছু করত, কিন্তু পর্দা করত না। তাকে পর্দা করতে বলা হলে সে যা ইচ্ছা তা শুনিয়ে দিত, এক কথায় আমি ছিলাম ব্যর্থ বাবা"অথচ আজ সে কবরে ধনুকের ন্যায় বেঁকে আছে।'
১৪শ হিজরি শাবান মাসে আমার এক বন্ধু সে আমাকে জানালো করোংগি এলাকার একটি ঘটনা,
আমার আত্মীয়ের এক যুবতি মেয়ে মারা গেছে, মেয়েকে কবর দেওয়ার জন্য মেয়ের বাবাও কবরে নেমেছিল।
বাড়ি ফিরে এসে তার মনে পরে সে তার ম্যানিব্যাগ কবরে ফেলে এসেছিল যার মধ্যে ছিল অতি প্রয়োজনীয় কাগজ তাই তাকে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয়।
আবার, কবর খুড়ে কাগজ আনতে গিয়ে মাটি সরিয়ে কাঠ সরানোর পর মৃত মেয়ে অবস্থা দেখে বাবা জোরো চিৎকার করে দূরে সরে এলো, কেন চিৎকার করেছে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়,
আমি দেখেছি " তার সাদা কফনের কাপড় নেই তার মাথার চুল দিয়ে তার পা বাধা, ভয়ংকর কিছু বিচ্ছু ন্যায় প্রানি তাকে গ্রাস করে সারা দেহে লেপ্টে আছে অত:পর মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ নিলাম।জানা গেলো না তার কোনো খারাপ দিক,শুধু তার বাবা মা বলে ছিল,"তাদের সন্তান ফ্যাশন প্রিয় ছিলসে কখনিই পর্দা করেনি "
আহ, আমরা পর্দাকে কত সস্তা ভেবে নিয়েছি।আর উম্মুল মু'মিনীনরা কিভাবে নিয়েছিলেন!আফসোস!!!
শাহাদাতের রাতে শোকাতুরা স্ত্রীর ওড়না একটু সরে গিয়েছিল।
উসমান (রা). বললেন, "ওড়না ঠিক কর, বেগানা লোক তোমার একটা চুল দেখার চেয়ে, তীব্র মৃত্যুযন্ত্রণাও আমার জন্য অনেক সহজ।"

ঋনের কারণে শাস্তি

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত,

عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تزال نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
'নবি স্ত্রী বলেন, "মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করা হয়।" কা

[১১১] সামুরা ইবনু জুনদুব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
'আল্লাহর রাসূল একদিন সালাত আদায় শেষে বলেন, "অমুক গোত্রের কেউ আছো এখানে?" এভাবে তিনি তিনবার ডাকেন। (কিন্তু) কেউ সাড়া দেয়নি। তারপর তিনি বলেন, "তোমাদের যে লোকটি মারা গেল, তাকে তার ঋণের দরুন জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে; তার ঋণটি এখনও পরিশোধ করা হয়নি। তোমরা চাইলে (তার ঋণ পরিশোধ করে) তাকে মুক্ত কর, আর চাইলে তাকে আল্লাহর শাস্তির কাছে ন্যস্ত কর।"

প্রস্রাবের অসর্তকার কারণে শাস্তি

আবূ বাকরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

একদিন আমি আল্লাহর রাসূল এ-এর সাথে হাঁটছি। আমার সাথে ছিল আরেকজন। আল্লাহর রাসূল এ হাঁটছেন আমাদের মাঝখান দিয়ে। দুটি কবরের কাছে এসে আল্লাহর রাসূল এ বলেন, "এ দু'টি কবরের বাসিন্দাকে এখন তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কে এই খেজুর গাছ থেকে একটি তাজা ডাল নিয়ে আসবে?" এ কথা শুনে আমি ও আমার সঙ্গী প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি। আমি তার আগে গিয়ে খেজুর গাছ থেকে একটি তাজা ডাল ভেঙে নবি -এর কাছে নিয়ে আসি। তিনি সেটিকে উপর থেকে চিরে দু' টুকরো করেন। তারপর অর্ধেক ডাল রাখেন একটি কবরের উপর, আর অপর অর্ধেক রাখেন অন্য কবরের উপর। তারপর তিনি বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দু'টির মধ্যে কিছুটা আর্দ্রতা থাকবে, ততক্ষণ তাদের শাস্তি লাঘব হবে। এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গীবত ও প্রস্রাব (থেকে অসতর্কতা)-এর দরুন।"

বেনামাজির কবরের শাস্তি

হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলেন এবং আমাকে বললেন, চলুন। আমরা গেলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি মাটিতে শুয়ে আছেন, এবং অন্য একজন তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে বিশাল পাথর দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দিচ্ছেন। পাথরটি গড়িয়ে পড়ে গেলে তিনি আবার তা নিয়ে আসেন এবং সেই ব্যক্তির মাথা পুনরায় থেঁতলে দেন। এভাবে এটি চলতেই থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? আমাকে বলা হলো, এ সেই ব্যক্তি, যিনি নামাজ পড়ত না।"
— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭০৪৭)

সূরা আল-মুলক: কবরে শাস্তি-প্রতিরোধক

সূরা আল-মুলক পাঠ করলে, তা কবরের শাস্তি প্রতিরোধ করবে-এই মর্মে আশা করা যায়।
[১২০] আবদুল্লাহ এই বলেন,
'এক ব্যক্তি মারা গেলে, তাকে তার কবরের বিভিন্ন দিক দিয়ে (কবরে) আনা হয়। তখন কুরআনের একটি সূরা তার পক্ষে তর্ক করে তাকে সুরক্ষা দেয়। আমি ও মাসরূক তাকিয়ে দেখি, তা হলো সূরা আল-মুলক।'
[১২১] মাসরূক থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ এ বলেন, 'সূরা আল-মুলক তার তিলাওয়াতকারীর পক্ষে তর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে।'
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'সূরা আল-মুলক হলো প্রতিরোধক; আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে এই সূরা কবরের শাস্তি প্রতিরোধ করবে। এক ব্যক্তিকে তার মাথার দিক দিয়ে আনা হলো। মাথা বলল, তোমার জন্য এর কাছে আসার কোনও জায়গা নেই, সে সূরা আল-মুলক পাঠ করে (আল্লাহকে) ডেকেছে; তার দু' পায়ের দিক দিয়ে আনা হলে পা দু'টি বলল, তোমাদের জন্য এর কাছে আসার কোনও জায়গা নেই, সে আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে (সালাতে) সূরা আল-মুলক পাঠকরত। এভাবে, আল্লাহর অনুমিতক্রমে, এটি তার পাঠকারীকে কবরের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখল। তাওরাতে আছে: সূরা আল-মূলক (এমন এক সূরা), যে-ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করে, সে উত্তম কাজ করে এবং বিপুল কল্যাণ লাভ করে।
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
"একটি সূরা আছে, যার ৩০টি আয়াত আছে। এটি যে ব্যক্তি নিয়মিত তিলাওয়াত করবে, তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবে।"
এই সূরাটি হলো সূরা মুলক।
(সহীহ তিরমিজি: ২৮৯১, আবু দাউদ: ১৪০০)
[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২/৪৯৮। যাহাবি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত
১] তিরমিযি, ৩০৫৩, হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২/৪৯৭।

অভ্যন্তরীণ পীড়ায় মৃত্যু: কবরে নিরাপত্তা লাভ

পেটের বা দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় যার মৃত্যু হয়, তার কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنتُ جَالِسًا عِندَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وخالد بن عرفظة فذكرًا رَجُلًا مَاتَ في بَطْنِهِ فَأَحَبا أن يخضرا جنازته فقال أحدُهُمَا لِلْآخَرِ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الَّذى يقتله بطلة لَنْ يُعَذِّبَ في قبره قال بلى 'আমি তখন সুলাইমান ইবনু সুরাদ ও খালিদ ইবনু উরফুতা এ-এর কাছে বসা। তারা এক লোকের কথ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এক লোক পেটের পীড়ায় মারা গিয়েছে। তারা দু'জনই তার জানাযায় হাজির হতে চান। তখন তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি আল্লাহর রাসূল -কে বলতে শোননি-'পেটের বা দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় যার মৃত্যু হয়, কবরে তাকে কখনও শাস্তি দেওয়া হবে না?" অপরজন বলেন, 'অবশ্যই শুনেছি।

আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার জুহানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جلست إلى سليمان بن صُري وخالد بن عُرْفظَةُ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلَّهِ أَبوك أما كُنت تؤذننا بذالك الرَّجُلِ الصَّالِحِ نَشْهَدُ جَنَازَتَهُ فَقَالَ كُنَّا مُحِيِّينَ وَكَانَ منظونًا فَبَادَرْنَاهُ فَأَقْبَلْ سُلَيْمَانُ عَلَى خَالِدٍ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِهِ قَالَ نَعَمُ

'আমি সুলাইমান ইবনু সুরাদ ও খালিদ ইবনু উরফুতা এ-এর কাছে বসে ছিলাম। তখন সুলাইমান বলেন, 'তোমার পিতা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হোক। তুমি কি ওই সৎ লোকটির ব্যাপারে আমাদের অবহিত করতে না? আমরা তার জানাযায় যাব।' তিনি বলেন, 'আমরা আঁচ করতে পেরেছিলাম, সে অভ্যন্তরীণ পীড়ায় ভুগছে।' এরপর আমরা তার (জানাযার) উদ্দেশে

[১] নাসাঈ, ৪/৯৮; আহমাদ, আল-ফাতহুর রকরানি, ৮/১৩৩।

রওয়ানা হই। তখন খালিদের সামনে এসে সুলাইমান বলেন, 'তুমি কি নবি -কে বলতে শোননি-'পেটের বা দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় যার মৃত্যু হয়, কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না?" তিনি বলেন, 'হ্যাঁ! (শুনেছি)।

আবু হুরায়রা এ থেকে বর্ণিত,

'নবি এ বলেন, 'যে-ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদ অবস্থায় মারা যায়, অথবা কবরের শাস্তি থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।"

শুক্রবারে মৃত্যু: কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা

শুক্রবার রাতে মৃত্যু হলে কবরের পরীক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়:
আবু আবদির রহমান ইবনি মুহরিম বলেন,
'ইয়াদ ইবনু উকবা'র এক ছেলে শুক্রবার রাতে মারা যায়। পুত্র-বিয়োগের শোক তার জন্য অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠলে, সিদাফ এলাকার এক লোক তাকে বলেন, "আবু ইয়াহইয়া, আমি কি তোমাকে এমন একটি বিষয়ের সুসংবাদ দেবো না, যা আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আসএ-এর কাছ থেকে শুনেছি? আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল এ বলেছেন, 'যে কোনও অনুগত বান্দা (মুসলিম) শুক্রবার রাতে মারা গেলে, সে কবরের পরীক্ষা থেকে মুক্ত থাকবে।'
আবূ কাবীল মিশরি বলেন,
'আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'শুক্রবার রাতে কিংবা দিনে কোনও ব্যক্তি মারা গেলে, তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে।"'

[১] তিরমিযি, ১০৮০; ত্বহাবি, মুশকিলুল আসার, ১/১০৮: আল-মাতালিবুল আলিয়াহ, ২/২৩০, হাদীস নং ৮০৮

সিনান ইবনু আবৃন্দির রহমান সিদাফি বলেন,
'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস বলতেন, "যে-ব্যক্তি শুক্রবার রাতে কিংবা দিনে মারা যায়, তাকে মহাপরীক্ষক থেকে বাচিয়ে দেওয়া হয়।""
মৃত্যুর আগে তাওবা করা
কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

উচ্চারণ:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

অর্থ:

“আর নিশ্চয়ই আমি তাদের জন্য অতি ক্ষমাশীল, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং সঠিক পথে চলে।”
(সূরা ত্বহা, ২০:৮২)

নিয়মিত নামাজ আদায় করা

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
“নিয়মিত নামাজ কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবে।”
(সহীহ মুসলিম)
*পবিত্র থাকা ও প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকা

কবরের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য নবীজির করা দুআ

জানাযার সালাতে নবি এী দুআ করেছেন, যেন কবরবাসীর জন্য কবরটিকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়। [১৩২] আউফ ইবনু মালিক আশজায়ী এ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
'আল্লাহর রাসূল একটি জানাযা পড়ান। (তখন) আমি তাঁকে বলতে
শুনি, 'হে আল্লাহ, তুমি
১)তাকে ক্ষমা করো, তার প্রতি দয়া দেখাও;
২)তার ভুলত্রুটি মার্জনা করো;
৩)তাকে (বিপদ-মুসিবত থেকে) মুক্তি দাও;
৪) তাকে সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও;
৫) তার প্রবেশগৃহ (কবর) প্রশস্ত করে দাও;
৬) পানি, বরফ ও শীতল (বস্তু) দিয়ে তাকে ধুয়ে দাও;
৭) তার ভুলত্রুটিগুলো থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লাযুক্ত করা হয়;

৮) তার (বর্তমান) আবাস, পরিবার ও জোড়ার চেয়ে উত্তম আবাস, পরিবার ও জোড়া দান করো; এবং

৯) তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও!"

আউফ বলেন, আল্লাহর রাসূল এন্ট্রী ওই মৃতব্যক্তির জন্য যে (আবেগময়) দুআ করলেন, তা দেখে আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগে-ইশ, ওই মৃতব্যক্তিটি যদি আমি হতাম!'

[১] মুসলিম, ৯৬৩

সুন্দর মৃত্যু ও কবর শাস্তি থেকে বাঁচার কিছু দোআ

সুন্দর মৃত্যু (হুসনে খাতিমা) চাওয়ার জন্য আরও কিছু দোয়া এবং আমল রয়েছে, যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত। উপরে উল্লেখিত দোয়াগুলোর বাইরে, এখানে কিছু দোয়া তুলে দেওয়া হলো:

১. হুসনে খাতিমা চাওয়ার দোয়া

اللَّهُمَّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك

অর্থ:

“হে আল্লাহ! আমাদের সেরা কাজগুলোকে এর শেষসময়ে পরিণত করুন এবং আমাদের সেরা দিনটি দিন, যেদিন আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব।”

(সূত্র: তিরমিজি, হাদিস: ৩৪০৭)

২. বিশুদ্ধ মৃত্যুর জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ إني أسألكَ الموتَ على شهادةِ أن لا إله إلا الله

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, মৃত্যুর সময় আমি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) কথাটি বলি।”

(সূত্র: আহমদ, মুসনাদ: ৫/২২৫)

৩. সুন্দর মৃত্যু এবং আখিরাতে কল্যাণ চাওয়ার দোয়া

اللَّهُمَّ اجعل موتنا خيرًا، وعمًّا نحبُّ، وسلِّمْنا إليك

অর্থ:“হে আল্লাহ! আমাদের মৃত্যু ভাল করুন, এমনভাবে যে আমরা যা ভালোবাসি তা হয়, এবং আমাদের আপনি গ্রহণ করুন।”

(সূত্র: ইবনু মাজাহ, হাদিস: ৩৭৮৭)

৪. মৃত্যু এবং পরকালের কল্যাণের জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ إني أسالك حسن الخاتمة

অর্থ:"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুন্দর পরিণতি (হুসনে খাতিমা) প্রার্থনা করি।"

(সূত্র: সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ৩৪০৮)

৫. মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে মৃত্যু চাওয়ার দোয়া

اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

অর্থ:"হে আল্লাহ! আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুর সুযোগ দিন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন।"

(সূরা ইউসুফ, ১২:১০১)

৬. শেষ সময়ে আল্লাহর দয়া চাওয়ার দোয়া

رَبِّ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُكَ فَأَجِبْنِي فِي مَا جَاءُوا بِهِ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনার রসূলরা আমার কাছে এসেছেন, তাদের যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে সঠিকভাবে আমার সাড়া দিন।"

(সূত্র: সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৮)

মৃত্যুর সহজতা ও কষ্ট মুক্ত হওয়া নিয়ে কিছু দোয়া কুরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায়। মৃত্যুর সময় সহজতা চাওয়ার জন্য নিচে কিছু দোয়া তুলে ধরা হলো:

৭)মৃত্যুর সহজতার জন্য দোয়া (হাদিস থেকে)

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

অর্থ:

"হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে দিন।"

(সূত্র: তিরমিজি, হাদিস: ৯৬৬)৮

৮. মৃত্যু এবং কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা চাওয়ার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

অর্থ:"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের শাস্তি এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৫৮৫)

৯. মৃত্যু সহজ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوتَ الرَّاحَةِ

অর্থ:"হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সহজ ও শান্তিপূর্ণ মৃত্যু চাই।"

(সূত্র: ইবনু মাজাহ, হাদিস: ৩৭৭৩)

১০। মৃত্যুর সময় সহজতা চাওয়ার দোয়া (অন্তিম সময়ের জন্য)

اللَّهُمَّ اجعلنا من الذين يسيرون في طريق الهداية، واجعل موتنا على توحيدك

অর্থ:"হে আল্লাহ! আমাদেরকে হিদায়াতের পথে চলা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদের মৃত্যু আপনার একত্ববাদের উপর দিন।"

(সূত্র: সহীহ বুখারি, হাদিস: ৮০৮)

কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার কল্যাণ চাওয়ার জন্য কিছু দোয়া উল্লেখ আছে। নিচে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

১১. সৎভাবে মৃত্যু এবং পুনরুত্থান চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

অর্থ:"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং আমাদের মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন।"

(সূত্র: সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১২৬)-

১২. আখিরাতের জন্য কল্যাণের দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থ:"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া গ্রহণ করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব নেওয়া হবে।"

(সূত্র: সুরা ইবরাহিম, ১৪:৪০-৪১)

১৩) মৃত্যুর পর জান্নাত চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থ:"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন মাফ করে দিন, আমাদের পা দৃঢ় রাখুন এবং কাফিরদের বিপক্ষে আমাদের সাহায্য করুন।"

(সূত্র: সুরা আল-ইমরান, ৩:১৪৭

১৪) মৃত্যুর পর নূর চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ:"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান।"

(সূত্র: সুরা আত-তাহরিম, ৬৬:৮)

এই দোয়াগুলো মৃত্যুর সহজতা এবং শান্তিপূর্ণ মৃত্যু প্রার্থনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উচিত নিয়মিত এসব দোয়া পড়া এবং আল্লাহর কাছে দয়া প্রার্থনা করা, যেন আমাদের মৃত্যু সুকুনে এবং পুণ্যজনক হয়।এই দোয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে সুন্দর ও ঈমানদার মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে পারি, যাতে আমাদের মৃত্যু শান্তিপূর্ণ, সুন্দর এবং আমাদের পরকালে কল্যাণময় হয়।

অসিয়তনামা

অসিয়ত হল সেই লিখিত ঘোষণা বা নির্দেশনা, যা ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে রেখে যায়, যাতে তার সম্পত্তি বা অন্যান্য বিষয় সঠিকভাবে বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা করা যায়।

ওয়াজিব অসিয়ত:

যার ওপর ঋণ, অন্যের হক, আমানত ও অঙ্গিকার রয়েছে তাকে এসব কিছু স্পষ্টভাবে লিখিত রাখা ওয়াজিব যাতে নগদ ও বাকী সব দেনা-পাওয়ানা নির্দিষ্ট করা থাকে। যার কাছে অন্যের আমানত ও অঙ্গিকার রয়েছে তা এমনভাবে স্পষ্ট থাকা যাতে অসিয়তকৃত ব্যক্তি ওয়ারিশদের সাথে স্পষ্টভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সুন্নাত অসিয়ত:

এ ধরণের অসিয়ত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অসিয়তকারী তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওয়ারিশ ব্যতীত অন্যদের জন্য অসিয়ত করবে। এ ধরণের কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজে অসিয়ত করা মুস্তাহাব, চাই তা আত্মীয়-স্বজন বা অনাত্মীয় বা নির্দিষ্ট স্থান যেমন অমুক মসজিদ বা অনির্দিষ্ট স্থান যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী, আশ্রয়কেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদি যাই হোক।

অসিয়তের পরিমাণ:

মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা জায়েয নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘আদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ :»لاَ« ، قُلْتُ :فَالشَّطْرُ، قَالَ :»لاَ« ، قُلْتُ :الثُّلُثُ، قَالَ :»فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ« كَثِيرٌ».

“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি আমার সমুদয় মালের অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আর এক তৃতীয়াংশও অনেক।”[2]

ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই, এমনিভাবে ওয়ারিশ ছাড়া অন্যদের জন্য ওয়ারিশের অনুমতি ব্যতীত এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করাও জায়েয নেই।

প্রধানত সম্পদ বিষয়ে অসিয়তনামা লিখবে। অসিয়তনামায় শুধু তাদেরকে সম্পদের অংশ দেবে যারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যেমন নিজের পুত্র বা কন্যা মারা যাওয়ার কারণে তার সন্তানেরা অর্থাৎ নাতি-নাতনীরা ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, এসব বঞ্চিতদের জন্য অথবা যারা ওয়ারিশ নয় তাদের জন্য অসিয়ত করা। ওয়ারিশী অংশ পাবে এমন কারো জন্য অসিয়ত বৈধ নয় (আবু দাউদ: ২৮৭০)। আর অসিয়তকারী তার সম্পদের সর্বোচ্চ তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ অসিয়ত করতে পারে, এর বেশি নয়। (বুখারী: ১২৯৬)।

সাক্ষী:অসিয়তনামায় দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখতে হবে। একান্ত অপারগতায় দুইজন অমুসলিমকেও রাখা যাবে।

"হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়তকালে তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তি সাক্ষী হবে।"

[সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৬

২. অসিয়ত তিন ভাগের এক ভাগ জায়েয হলেও এর চেয়ে কিছুটা কম করাই উত্তম। আর এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি সম্পদ অসিয়ত করা জায়েয নেই।

৩. তবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে, অসিয়তের দ্বারা সম্পদের কোন ভাগীদার বঞ্চিত থাকে এমন উদ্দেশ্য যেন না থাকে।

৪. সম্পদের ভাগীদার অর্থাৎ ওয়ারিশ হিসেবেই সম্পদ পাবে এমন কারোর জন্য সম্পদ কম বেশ করে দেওয়ার ব্যাপারে কোন অসিয়ত করা জায়েয নেই। নিজের কোন এক সন্তানকে একটু মায়া করে তাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া বা রাগ হয়ে কোন সন্তানকে তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দেওয়া বা দেওয়ার জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই। (দেখুন, আহমাদ: ২১৭৯১) করলে তা বাতিল হয়ে যাবে। অসিয়ত হতে হবে মৃত সন্তানের সন্তানদের (অর্থাৎ নাতি-নাতনীদের) জন্য, তাছাড়া ঋণ পরিশোধ, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানায় দান ইত্যাদি খাতে। এগুলো দেওয়ার পর যা থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে শরী'আত মোতাবেক বণ্টন হবে।

৫. তাছাড়া অসিয়তনামায় এও থাকবে যে, মৃত্যুর পর যেন লোকেরা কান্নাকাটি না করে, বিলাপ না করে, বিদআতমুক্ত ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক গোসল ও কাফন-দাফন শেষ করে। দেখুন বিভিন্ন সাহাবীর অসিয়তনামা (মুসলিম: ১০৪, ৯৬৬, তিরমিযী: ৯৮৬)।

একটি নমুনা অসিয়তনামা

আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রেখে জেনে, বুঝে ও সজ্ঞানে আমার স্ত্রীসন্তানদের (ওয়ারিশদের) এ মর্মে অসিয়ত করছি যে, "তোমরা সদা-সর্বদা ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থেকো এবং তোমাদের মৃত্যু যেন হয়। ঈমানের সাথে সেজন্য সচেষ্ট থেকো। সদা-সর্বদা অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে চলো। তোমরা সকলে মিলে-মিশে থাকবে। পরস্পর সুন্দর আচরণ করবে। আত্মীয়তার ও রক্ত সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদেরকে দাওয়াত দেবে ও তাদের দাওয়াত কবুল করবে। একজনের প্রয়োজনে অপরজন এগিয়ে যাবে, পরস্পর সহযোগিতা করবে। আল্লাহ না করুক তোমাদের কারোর অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে অপরজনেরা তার পাশে এসে দাঁড়াবে। আল্লাহ তোমাদের ইহ ও পরকালীন মঙ্গল দান করুন।

আমার মৃত্যুর পর কেউই বিলাপ করে কান্নাকাটি করবে না। জানাযা ও কাফন-দাফনে সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক সবকিছু সম্পন্ন করবে। সাত দিনে বা চল্লিশ দিনে কোন খানাপিনার আয়োজন করবে না। বিদআত ও শরীআত বহির্ভূত অন্য কোন কাজ করবে না। আমার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রথমে আমার কৃত ঋণ পরিশোধ, অমুক মসজিদে ... টাকা, অমুক মাদরাসায় .... টাকা এবং অমুক ইয়াতীমখানায় ... টাকা প্রদান করিও।

[দ্র: আর নাতি-নাতনি রেখে নিজের কোন পুত্র-কন্যা মারা গেলে লিখবেন এভাবে....] আমার মৃত অমুক ছেলের ইয়াতীম সন্তানদের জন্য আমার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মোট।(চার ভাগের এক ভাগ) দিয়ে দিও অথবা লিখবেন তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করছি। আমার এ অসিয়তনামায় কেউ কোন পরিবর্তন করতে পারবে না, ব্যাঘাত ঘটাবে না। ঘটালে এর পাপের বোঝা তার ঘাড়েই বর্তাবে।

সাক্ষী

নাম: ---

পিতা: ---

(১) ---

(২) ----

তারিখঃ –

উপসংহার: এই দুনিয়া খুবই স্বল্প সময়ের।সময় থাকতে পাথেয় কুড়িয়ে নিতে না পারলে আখিরাতে ভয়াবহতা সুনিশ্চিত।দুনিয়া হলো একজন মুসাফির অনেকটা পথ হাঁটার পর ছায়াযুক্ত গাছের নিচে বিশ্রাম নেওয়ার সময়টুকু।মৃত্যু কবে,কিভাবে হবে আমাদের কারো জানা নেই।আমাদের রবতো আছেন আমাদের গুণাহ ক্ষমা করার জন্য।আমাদের শুধু রবকে ভালোবেসে, রবকে খুশি করার জন্যই বেঁচে থাকা।নিয়ত হবে আমাদের রবকে খুশি করা,সেসব বান্দাদের শামিল হওয়ার দুআ করা যাদের উপর রব খুশি হয়ে বেহিসাবে জান্নাত দিয়ে দিবেন।মৃত্যু দুনিয়ার জীবনের শেষধাপ ও পরকালের প্রথম ধাপ।আর যার প্রথম ধাপ সুন্দর হবে তার পরবর্তী ধাপগুলোও সুন্দর হবে।জান্নাতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর দিদার লাভ করা।

নবী কারিম (সা.) বলেছেন:

"তোমরা তোমাদের রবকে চাঁদের মতো পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার সময় কোনো বাধা থাকে না।"

(বুখারি ও মুসলিম)

রব আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুক,জান্নাতে রবকে দেখার মতো সৌভাগ্য আমাদের দান করুক।

তথ্যসূত্র:

১)মৃত্যু থেকে কিয়ামত বই

২)মৃত্যু চিন্তা বই

৩)দুনিয়ার ওপারে বই

৪)ওপারের সুখগুলো বই

৫)https://www.hadithbd.com/books/detail/?pageNum_bookData=18&totalRows_bookData=209&book=154&section=2241